কুরআনে কারিম ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের আলোকে

দুআ ও যিকির বিশ্বকোষ

প্রথম খণ্ড

গ্রন্থনা

শাইখ মাহবুবুল হাসান আরিফী

উলুমুল হাদিস : মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, ঢাকা
উসতাযুল হাদিস : জামিয়া ইসলামিয়া, সেহড়া, ময়মনসিংহ

সম্পাদনা

শাইখ শফিকুর রহমান জালালাবাদী

শাইখুল হাদিস, জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ

মাকতাবাতুল আসলাফ

ভেতরের পাতায়

প্রথম অধ্যায় : দুআ ও যিকির সংক্রান্ত

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়..... ৩৩

- দুআর হাকিকত ও মর্মকথা..... ৩৩

দুআর প্রকার..... ৩৮

- দুআ মূলত দুই প্রকার..... ৩৮

দুআর গুরুত্ব ও ফযিলত ৩৯

- এক. দুআই ইবাদত..... ৩৯
- দুই. আল্লাহর কাছে দুআর চেয়ে সম্মানিত কিছু নেই..... ৩৯
- তিন. দুআর জন্য হাত উঠালে আল্লাহ খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না.... ৩৯
- চার. আল্লাহ দানশীল, তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি তা দিয়ে দেন.... ৪০
- পাঁচ. দুআর মাধ্যমেই তাকদিরের পরিবর্তন সম্ভব ৪১
- ছয়. যে দুআ করে না সে সবচেয়ে কৃপণ ও দুর্বল ৪১
- সাত. আল্লাহর কাছে দুআ না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন ৪১
- আট. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় দুআ করলে বিপদ-আপদে দুআ কবুল হয়.. ৪২
- নয়. আল্লাহর কাছে সুস্থতার দুআ করলে তা কবুল হয় ৪২
- দশ. যা দুআ করা হয় এর চেয়েও বেশি আল্লাহ দান করেন ৪২
- এগারো. শুধু দুআর মাধ্যমেই মুক্তি মিলবে..... ৪৩

দুআর আদব.....৪৪

- এক. ইখলাসের সাথে সহিহ নিয়তে দুআ করা..... ৪৪
- দুই. খুশু-খুযু ও অতি বিনয় এবং আদবের সাথে অন্তরে আল্লাহর ভয় নিয়ে দুআ করা ৪৪
- তিন. নেক আমল বিশেষত দুই রাকাত নামায পড়ে দুআ করা ৪৫

- চার. পবিত্রতা ও ওযুর সাথে দুআ করা ৪৫
- পাঁচ. কেবলামুখী হয়ে দুআ করা..... ৪৬
- ছয়. হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে দুআ করা..... ৪৭
- সাত. দুআর সময় হাতের তালু ওপর দিকে রাখা..... ৪৮
- আট. দাঁড়িয়ে দুআ না করা ৪৯
- নয়. মাছুর তথা নবীজি ﷺ থেকে বর্ণিত দুআকেই প্রাধান্য দেওয়া ... ৪৯
- দশ. অপরাধ স্বীকার করে তাওবা ও ইসতেগফার করে দুআ করা.....৫০
- এগারো. আল্লাহর নাম ও সিফাতের মাধ্যমে দুআ করা ৫১
- বারো. দুআর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি গাওয়া এরপর নিজের কাঙ্ক্ষিত দুআ করা ৫১
- তেরো. যেকোনো নেক আমলের ওসিলায় দুআ করা ৫৬
- চৌদ্দ. দুআর মধ্যে ছন্দযুক্ত বাক্য থেকে বিরত থাকা ৫৬
- পনেরো. গানের সুরে দুআর চেষ্টা না করা..... ৫৬
- ষোলো. নিম্নস্বরে দুআ করা..... ৫৭
- সতেরো. দুআর মধ্যে বেশি বেশি 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' এবং 'ইয়া হায়্যু ইয়া কায়্যুম' বলা ৫৮
- আঠারো. জামে তথা ব্যাপক অর্থবোধক দুআকে প্রাধান্য দেওয়া ৫৮
- উনিশ. প্রথমে নিজের জন্য এরপর অন্যদের জন্য দুআ করা..... ৫৯
- বিশ. দুআ শুধু নিজের জন্য সীমাবদ্ধ না করা ৫৯
- একুশ. নিজের সন্তান, খাদেম এবং ধন-সম্পদের বিরুদ্ধে দুআ না করা.. ৫৯
- বাইশ. ইমাম হলে শুধু নিজের জন্য দুআ না করা; বরং মুসল্লিদেরও দুআয় শামিল করা..... ৬০
- তেইশ. কোনো বিষয়ে দুআ করলে তা বারবার আল্লাহর কাছে চাওয়া ৬০
- চব্বিশ. দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর কাছে চাওয়া ৬০
- পঁচিশ. বড় ছোট সকল প্রয়োজনই আল্লাহর কাছে চাওয়া ৬০
- ছাব্বিশ. কবুল হওয়ার আশা নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অন্তর থেকে দুআ করা ৬১
- সাতাশ. প্রতিটি দুআ অন্তত তিনবার করা ৬২
- আটাশ. এমন বিষয়ের দুআ না করা যার ব্যাপারে আসমানে ফয়সালা হয়ে গেছে.....৬২

- উনত্রিশ. দুআয় বাড়াবাড়ি না করা ৬৩
- ত্রিশ. দুআকারী এবং শ্রবণকারী সবাই আমিন বলা ৬৪
- একত্রিশ. দুআ শেষ হলে চেহারায় হাত বুলানো ৬৫
- বত্রিশ. দুআ কবুলের জন্য তাড়াহুড়া না করা ৬৬

দুআ কবুলের শর্তসমূহ ৬৭

- এক. রিযিক হালাল হওয়া ৬৭
- দুই. দুআ কবুলের জন্য তাড়াহুড়া না করা ৬৭
- তিন. গুনাহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দুআ না করা ৬৮
- চার. কবুল হওয়ার আশা নিয়ে ইয়াকিনের সাথে অন্তর থেকে দুআ করা ৬৮

যেসকল সময় ও অবস্থায় দুআ কবুল হয় ৭০

- এক. আযানের সময় এবং যুদ্ধে সারিবদ্ধ অবস্থায় ৭০
- দুই. আযান-ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে ৭০
- তিন. ইমামের আমিন বলার সময় ৭০
- চার. ইমামের 'সামিআল্লাহ' বলার সময় ৭১
- পাঁচ. সিজদাবস্থায় ৭১
- ছয়. ফরয নামাযের পরে ৭১
- সাত. পবিত্র অবস্থায় শুয়ে পড়ার পর ৭১
- আট. রাতের বিশেষ একটি সময়ে ৭২
- নয়. জুমুআর দিনের বিশেষ একটি সময়ে ৭৩
- দশ. আরাফার দিনে ৭৩
- এগারো. যমযমের পানি পান করার সময় ৭৩
- বারো. মোরগের ডাক দেয়ার সময় ৭৪
- তেরো. সম্মিলিতভাবে দুআ করার সময় ৭৪
- চৌদ্দ. মুসলমানদের যেকোনো ইজতেমার দুআ ৭৫
- পনেরো. বৃষ্টি পড়া অবস্থায় ৭৫
- ষোলো. যিকিরের মজলিসে বসা অবস্থায় ৭৫
- সতেরো. অসুস্থ ও মৃত ব্যক্তির পাশে ৭৭
- আঠারো. রোযা অবস্থায় ৭৭

যেসকল বিশেষ স্থানে দুআ কবুল হয়.....৭৯
- মক্কা শরিফে..... ৭৯

বিশেষভাবে যেসকল ব্যক্তিদের দুআ অতি দ্রুত কবুল হয় ৮১
- এক. মুযতার ও অপারগ ব্যক্তির দুআ.....৮১
- দুই. মযলুমের দুআ.....৮১
- তিন. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও রোযাদারের দুআ ৮২
- চার-পাঁচ. পিতা ও মুসাফিরের দুআ ৮২
- ছয়. নেক সন্তানের দুআ ৮২
- সাত. মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দুআ..... ৮৩
- আট. পুণ্যবান ব্যক্তির দুআ..... ৮৩

যেসকল বিশেষ আমলের পর দুআ কবুল হয়..... ৮৫
- এক. আল্লাহর প্রশংসা এবং নবীজির প্রতি দরূদ ও সালামের পর..... ৮৫
- দুই. যেকোনো নেক আমলের পর এর ওসিলায় দুআ করলে..... ৮৬
- তিন. দুআয় 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলে দুআ করলে.....৮৭
- চার. ইসমে আযম পড়ে দুআ করলে ৮৭
- পাঁচ. তিলাওয়াতে কুরআনের পরে; বিশেষত কুরআন খতমের পরে... ৮৭

দুআ ও আমাদের সমাজ ৮৮
- এক. মাছুর দুআ ও আমাদের ভ্রান্তি ৮৮
- দুই. দুআ শুধু বিপদ-আপদেই নয়..... ৮৯
- তিন. দুআ কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা ৯০
- চার. দুআ কি পরিচালনার বিষয়?.....৯১
- ছয়. নিজের দুআ নিজে করার ক্ষেত্রে গাফলতি ৯১

আমাদের দুআ কেন কবুল হয় না.....৯৩

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত দুআ : একটি পর্যালোচনা.....৯৮
- এক. হাদিসের আলোকে হাত তুলে দুআ করা এবং দুআ শেষে চেহারায় হাত বুলানো..... ৯৮
- দুই. হাদিসের আলোকে ফরয নামাযের পর দুআ ১০৮
- তিন. হাদিসের আলোকে নামায-পরবর্তী দুআয় হাত উঠানো.....১১৫

- চার. হাদিসের আলোকে সম্মিলিত দুআ.....১১৮
- পাঁচ. ফরয নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিত দুআ.....১২২
- ছয়. ফরয নামাযের পর দুআ : কিছু অস্পষ্টতার নিরসন ১২৬
- সাত. আমাদের করণীয়.....১৩৫

যিকির সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য কিছু বিষয় ১৩৮

- যিকির কাকে বলে ১৩৮
- যিকিরের হাকিকত ১৩৮
- যিকিরের প্রকার.....১৩৮
- যবানের যিকির তিন প্রকার.....১৩৯
- কলবি যিকির.....১৩৯
- যিকরে নাফাসি তথা পাস আনফাস বা শ্বাস-প্রশ্বাসের যিকির.....১৪১
- যিকরুল জাওয়ারিহ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিকির ১৪৩
- যিকির শুধু কিছু তাসবিহের নামই নয়.....১৪৩
- আদায়ের সময় বিবেচনায় যিকির দুই প্রকার.....১৪৪
- দুআ ও যিকিরের মধ্যে পার্থক্য ১৪৪
- যিকিরের কয়েকটি সুরত.....১৪৬
- সর্বোত্তম যিকির কোনটি ১৪৮
- আত্মশুদ্ধি ও যিকির.....১৪৯

ইল্লাল্লাহ যিকির কি বৈধ নয়?.....১৫৫

ইসমে যাত তথা শুধু আল্লাহ আল্লাহ যিকির ১৬৫

কিছু আপত্তি ও জবাব ১৬৯

- প্রথম আপত্তি ও জবাব.....১৬৯
- দ্বিতীয় আপত্তি ও জবাব.....১৭৬
- সম্মিলিত যিকির ১৭৯
- জোরে যিকির কি বৈধ নয়?.....১৯৪
- উত্তম কোনটি? ২০০
- সম্মিলিত জাহরি যিকির এবং ইবনে মাসউদ রা.-এর একটি রেওয়ায়েত নিয়ে বিভ্রান্তি ২০১

- যিকির আদায়ের জন্য তাসবিহ-মালা ব্যবহার করা কি বৈধ নয়?.....২১২
- উত্তম কোনটি?.....২২৪
- আমাদের করণীয়.....২২৫

যিকিরের গুরুত্ব ও ফযিলত.....২২৭

- এক. আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহও স্মরণ করেন.....২২৭
- দুই. যিকিরকারী আমলের দিক দিয়ে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী.....২২৭
- তিন. আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তির অগ্রগণ্য আমল হচ্ছে যিকির ২২৭
- চার. জাহান্নাম থেকে মুক্তির অগ্রগণ্য আমল হচ্ছে যিকির ২২৮
- পাঁচ. যিকিরকারী আল্লাহর ক্ষমা পায়..... ২২৮
- ছয়. যিকিরকারী ও যিকির-ত্যাগকারীর তুলনা জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়..... ২২৯
- সাত. আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে কারো যবান আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকা ২৩০
- আট. যিকিরের মজলিসগুলো জান্নাতের বাগান ২৩০
- নয়. যিকিরের মজলিসে রহমত ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহর সমীপে মজলিসে উপবিষ্টদের আলোচনা হয় ২৩০
- দশ. যিকিরের মজলিসে বসা লোকদের নিয়ে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন ২৩১
- এগারো. যে বৈঠকে আল্লাহর যিকির হয়নি এ বৈঠকের লোকদের জন্য লাঞ্ছনা অবধারিত.....২৩১
- বারো. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিকিরকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন ২৩২
- তেরো. যিকির ও নামাযের মাধ্যমে পূর্ণ হজ্জের সওয়াব পাওয়া যায়... ২৩২
- চৌদ্দ. জান্নাতিরা দুনিয়াতে যে সময়ে আল্লাহর যিকির করেনি শুধু সেই সময়ের জন্যই আফসোস করবে.....২৩২
- পনেরো. যে আঙুল দিয়ে যিকির গণনা করা হয়েছে কিয়ামতের দিন এগুলো কথা বলবে ২৩৩
- ষোলো. ইয়াহইয়া আ.-এর নির্দেশপ্রাপ্ত পাঁচটি বস্তুর অন্যতম হচ্ছে আল্লাহর যিকির..... ২৩৩

- সতেরো. যিকিরকারী হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে ২৩৩
- আঠারো. আল্লাহ তাআলা যিকিরকারীর সঙ্গে থাকেন ২৩৪
- উনিশ. নির্জনে যিকিরকারী কিয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়াপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম হবে ২৩৪

যিকিরের আদব ২৩৫

- নির্ধারিত সময়ে দুআ ও যিকির আদায় করতে না পারলে করণীয় ২৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : বিশেষ আযকার ও দুআ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিলাওয়াতে কুরআন ২৩৯

কয়েকটি বিশেষ সূরা এবং আয়াতের ফযিলত ২৪৩

- সূরা ফাতিহার ফযিলত ২৪৩
- সূরা বাকারার ফযিলত ২৪৪
- সূরা বাকারা ও আলে ইমরানের ফযিলত ২৪৪
- সূরা বাকারার শেষাংশের ফযিলত ২৪৫
- আয়াতুল কুরসির ফযিলত ২৪৬
- সূরা কাহাফের ফযিলত ২৪৭
- সূরা ইয়াসিনের ফযিলত ২৪৭
- সূরা ফাতাহের ফযিলত ২৪৮
- সূরা মুলকের ফযিলত ২৪৯
- সূরা যিলযালের ফযিলত ২৫০
- সূরা কাফিরুনের ফযিলত ২৫০
- সূরা নাসরের ফযিলত ২৫১
- সূরা ইখলাসের ফযিলত ২৫১
- সূরা ফালাক ও নাসের ফযিলত ২৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসতেগফার ২৫৫

- ইসতেগফারের গুরুত্ব ও ফযিলত..... ২৫৫

ইসতেগফারের কিছু বাক্য.....২৫৭

- এক. সাইয়্যিদুল ইসতেগফার ২৫৭
- দুই. পূর্বাপর ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুনাহ মাফের দুআ..... ২৫৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দরূদ ও সালাম.....২৬৪

দরূদ পাঠের ফযিলতসমূহ.....২৬৬

- একবার দরূদ পাঠ করলে ২৬৬
- দরূদ পাঠকারীর জন্য ফেরেশতাদের দুআ.....২৬৭
- দরূদ শরিফ নবীজির নিকটবর্তী হওয়ার উপায় ২৬৭
- দরূদ শরিফ কাফফারা এবং পবিত্রতাস্বরূপ ২৬৮
- দরূদ পাঠের দ্বারা নবীজির শাফাআত লাভ হয় ২৬৮
- দরূদ পাঠ করলে গুনাহ মোচন হয় এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মাকসুদ পূর্ণ হয়..... ২৬৮
- দরূদ শরিফের মাধ্যমে দুআ কবুল হয় এবং প্রয়োজন পূরণ হয়.....২৬৯
- দরূদ শরিফের মাধ্যমে সদকার সওয়াব পাওয়া যায় ২৭০
- দরূদের ব্যাপারে গাফেল ব্যক্তির বঞ্চনা.....২৭১
- যে দরূদ পড়ে না সে কৃপণ ও গোমরাহ.....২৭১
- দরূদমুক্ত প্রতিটি বৈঠক লাশের দুর্গন্ধের মতো যা কিয়ামতের দিন আক্ষেপের কারণ হবে.....২৭১

নবীজি থেকে বর্ণিত দরূদসমূহ.....২৭২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসমে আযম (যা দ্বারা দুআ করলে দুআ কবুল হয়).....২৮০

- ইসমে আযম কোনটি?.....২৮১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আল-আসমাউল হুসনা ২৮৬

- আল্লাহর নাম কি এই ৯৯টিই?..... ২৮৭
- ৯৯টি নামের অর্থ ও উদ্দেশ্য ২৮৮
- এই নামগুলোর প্রতিটির কি বিশেষ ফযিলত আছে? ৩১৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিশেষ ফযিলতপূর্ণ কিছু আযকার.....৩১৪

- এক. কালিমাতুল ঈমান.....৩১৪
- দুই. কালিমায়ে শাহাদাত ৩১৬
- তিন. আরেকটি কালিমা.....৩১৬
- চার. চার কালিমা.....৩১৮
- অন্যান্য বিশেষ আযকার (পাঁচ-পনেরো) ৩২২

কুরআনে বর্ণিত দুআসমূহ..... ৩৩০

- আল্লাহর কাছে হেদায়েত কামনা করে দুআ ৩৩০
- সঠিক পথ প্রদর্শন কামনা করে দুআ ৩৩০
- হেদায়েতপ্রাপ্তির পর ভ্রষ্ট না হওয়ার দুআ..... ৩৩০
- আল্লাহর কাছে তাওবার দুআ.....৩৩১
- হকের ওপর অটল থাকা ও ঈমানের সাথে মৃত্যুর জন্য দুআ.....৩৩১
- ঈমানের সাথে মৃত্যু ও নেককারদের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য দুআ... ৩৩১

- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দুআ ৩৩২
- জাহান্নাম ও তার আযাব থেকে মুক্তি কামনা করে দুআ ৩৩৫
- কিয়ামতের দিনের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি কামনা করে দুআ ৩৩৬
- আখেরাতে অপমানিত হওয়া থেকে মুক্তি কামনা ও সওয়াবের প্রত্যাশা করে দুআ ৩৩৬
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও নুর কামনা দুআ ৩৩৭
- ভুল-ত্রুটির মার্জনা, যুদ্ধে অবিচলতা ও কাফেরদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা কামনা করে দুআ ৩৩৮
- জাহান্নামিদের সঙ্গী হওয়া থেকে আশ্রয় কামনা করে দুআ ৩৩৮
- জান্নাত কামনা করে দুআ ৩৩৮
- মাতা-পিতা এবং সকল মুমিনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দুআ ৩৩৯
- মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত কামনা করে দুআ ৩৩৯
- মুসলিম ভাইদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং বিদ্বেষ দূর করে দেওয়ার জন্য দুআ ৩৩৯
- নিজের ও নিজের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা ও রহমত কামনা করে দুআ..... ৩৪০
- পিতা-মাতা ও মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা এবং কাফেরদের ধ্বংস কামনা করে দুআ ৩৪০
- পিতা-মাতার জন্য দুআ ৩৪০
- দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ কামনা করে দুআ ৩৪১
- আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা এবং দুনিয়া আখেরাতের সকল কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে আঞ্জামের জন্য দুআ ৩৪১
- আল্লাহর দান ও কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য দুআ ৩৪১
- নেক স্ত্রী ও সন্তান কামনা করে দুআ ৩৪২
- নেক সন্তান কামনা করে দুআ ৩৪২
- সন্তান নেককার হওয়ার জন্য প্রার্থনা ৩৪৩
- নিজে এবং স্বীয় সন্তানাদি মূর্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকার দুআ ৩৪৩
- নিজে এবং নিজের সন্তানাদি নামাযের পাবন্দ হওয়ার প্রার্থনা ৩৪৪
- নেক আমল কবুল হওয়ার দুআ ৩৪৪

- পরবর্তীদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকার দুআ ৩৪৪
- আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ও তাঁর তাওফিক কামনা করে দুআ ৩৪৪
- আল্লাহর হেফাযত কামনা র দুআ..... ৩৪৫
- শাহিদিনদের অন্তর্ভুক্তি কামনা করে দুআ ৩৪৫
- 'শরহে সদর' (বক্ষ প্রশস্ত করে দেওয়া) মুখের জড়তা থেকে মুক্তির দুআ.. ৩৪৫
- জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দুআ..... ৩৪৬
- হেকমত, প্রজ্ঞা ও নেককারদের অন্তর্ভুক্তি কামনা করে দুআ..... ৩৪৬
- বিপদাপদ ও অসুখবিসুখ থেকে মুক্তি কামনা করে দুআ..... ৩৪৬
- বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য দুআ..... ৩৪৭
- শত্রু থেকে রক্ষার জন্য দুআ ৩৪৭
- কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য দুআ..... ৩৪৭
- কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে দুআ.. ৩৪৭
- যালিমদের থেকে মুক্তি কামনা করে প্রার্থনা..... ৩৪৮
- যমিনে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে দুআ ৩৪৮
- জিহাদের ময়দানে অবিচল থাকা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা কামনা করে দুআ ৩৪৮
- নতুন শহরে প্রবেশ ও অবস্থানের দুআ..... ৩৪৯
- শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয় কামনা করে দুআ ৩৪৯
- পেরেশানির সময় পড়ার দুআ..... ৩৫০
- যানবাহনে বিরতিকালে এবং গন্তব্যে পৌঁছে কল্যাণ কামনা করে দুআ....৩৫০
- নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের তাওফিক, সৎকর্ম করা এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্তি কামনা করে দুআ..... ৩৫০

চতুর্থ অধ্যায় : নবীজি যে দুআগুলো সর্বদা করতেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

'জামে' তথা ব্যাপক অর্থবোধক দুআ..... ৩৫৩

- জামে দুআ কী?..... ৩৫৩

- বিশেষ দুটি জামে দুআ..... ৩৫৩

কিছু জামে দুআ, যেগুলো নবীজি প্রত্যহ পাঠ করতেন ৩৫৫

- যে দুআয় নবীজির সকল দুআ অন্তর্ভুক্ত..... ৩৫৫
- সকল কল্যাণ কামনা এবং অকল্যাণ থেকে পানাহ চেয়ে দুআ ৩৫৫
- নেককারদের দেওয়া শ্রেষ্ঠ বস্তু কামনা করে দুআ ৩৫৬
- উত্তম পরিণাম এবং দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি কামনা করে দুআ ৩৫৭
- অভাব থেকে মুক্তি, নেককাজ ও উত্তম চরিত্রের জন্য দুআ ৩৫৭
- ঈমান, অবিরাম নিয়ামত ও জান্নাতে নবীজির সঙ্গ কামনা করে দুআ...৩৫৮
- সঠিক ঈমান, উত্তম চরিত্র, সফলতা, সুস্থতা, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি কামনা করে দুআ ৩৫৯
- সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানত রক্ষা, উত্তম চরিত্র ও তাকদিরের ওপর সন্তুষ্টি কামনা করে দুআ ৩৫৯
- নেফাক, কাজে-কর্মে রিয়া, মিথ্যা ও চোখের খেয়ানত থেকে মুক্তি কামনা করে দুআ..... ৩৬০
- অন্তরের অবস্থাকে বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে উত্তম বানিয়ে দেওয়ার কামনা করে দুআ..... ৩৬০
- হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতার জন্য দুআ.....৩৬১
- হেদায়েত ও সোজা পথে পরিচালনার জন্য দুআ.....৩৬১
- হকের ওপর অটল থাকার দুআ ৩৬২
- অন্তরকে দ্বীনের ওপর অবিচল রাখার জন্য দুআ ৩৬২
- অন্তরকে নেক কাজের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দুআ..... ৩৬২
- নফসের তাকওয়া এবং পবিত্রতা কামনা করে দুআ..... ৩৬৩
- জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করে দুআ ৩৬৩
- জান্নাত কামনা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি চেয়ে দুআ..... ৩৬৪
- ক্ষমা, দয়া ও জান্নাতে প্রবেশের করে দুআ ৩৬৫
- ক্ষমা, দয়া, হেদায়েত, আরোগ্য ও রিযিক কামনা করে দুআ..... ৩৬৫
- সকল ধরনের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেওয়া ও নফসের খারাবি থেকে মুক্তি কামনা করে দুআ ৩৬৫

- পূর্বাপর ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুনাহের জন্য ক্ষমা চেয়ে দুআ..... ৩৬৮
- রহমত, মাগফিরাত, সকল গুনাহ থেকে মুক্তি, সকল পুণ্য ও জান্নাত কামনা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করে দুআ ৩৬৮
- পূর্বাপর ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ মাফের দুআ..... ৩৬৯
- দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষমা, সুস্থতা, শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করে দুআ... ৩৬৯
- দুনিয়া আখেরাতে নিরাপত্তা ও দোষত্রুটি ঢেকে রাখা জন্য দুআ ৩৭১
- ক্ষমা, দয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করে দুআ ৩৭২
- ভালো কাজ করা, মন্দ কাজ বর্জন করা, দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদির দুআ..... ৩৭৩
- আল্লাহ তাআলা এবং যাদের ভালোবাসা উপকারে আসবে তাদের ভালোবাসা কামনা করে দুআ..... ৩৭৩
- আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা কামনা করে দুআ..... ৩৭৪
- আল্লাহর পছন্দনীয় কথা ও কাজ এবং ভালো নিয়ত ও আল্লাহর পছন্দনীয় চালচলন কামনা করে দুআ ৩৭৫
- উপকারী ইলম, হালাল রিযিক ও মাকবুল আমল কামনা করে দুআ....৩৭৫
- উপকারহীন জ্ঞান, ভয়হীন কলব, অতৃপ্ত অন্তর ও অগ্রহণযোগ্য দুআ থেকে আশ্রয় কামনা ৩৭৫
- উপকারী ইলম কামনা করে দুআ ৩৭৬
- চোখের দ্বারা উপকৃত হওয়ার দুআ ৩৭৬
- দুনিয়া আখেরাতের অসংখ্য কল্যাণসমৃদ্ধ কয়েকটি দুআ..... ৩৭৭
- সকল কল্যাণ কামনা ও সব ধরনের মন্দ থেকে মুক্তি এবং দুশমন ও হিংসুককে না হাসানোর জন্য দুআ..... ৩৮৪
- মিসকিনদের দলভুক্ত হওয়ার কামনা করে দুআ..... ৩৮৪
- উত্তম চরিত্র কামনা করে দুআ..... ৩৮৫
- নির্মল জীবন, নিখুঁত মরণ এবং লজ্জা ও লাঞ্ছনামুক্ত প্রত্যাবর্তন কামনা করে দুআ..... ৩৮৫
- অপরাধ ক্ষমা করা এবং রিযিকে প্রশস্ততা ও বরকত কামনা করে দুআ..৩৮৫
- রিযিকে অল্পতুষ্টি ও বরকত কামনা করে দুআ..... ৩৮৬

- বেশি বেশি (নিয়ামত) দান, সম্মান বৃদ্ধি, আল্লাহর সন্তুষ্টি ইত্যাদি কামনা করে দুআ..... ৩৮৬
- বৃদ্ধ বয়সে রিযিকে প্রশস্ততা কামনা করে দুআ ৩৮৭
- শোকর আদায় এবং উত্তম ইবাদতের জন্য সাহায্য কামনা করে দুআ ... ৩৮৮
- শুকরিয়া আদায় এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরের তাওফিক কামনা করে দুআ..... ৩৮৮
- শোকরগোজার, ধৈর্যশীল এবং নিরহংকার হওয়ার দুআ ৩৮৯
- উত্তম কাজ করলে আনন্দিত হওয়া এবং নিকৃষ্ট কাজ করলে ক্ষমা প্রার্থনাকারী হওয়ার জন্য দুআ..... ৩৮৯
- কঠিন কাজ সহজ করে দেওয়ার জন্য দুআ..... ৩৮৯
- অন্তরের অমুখাপেক্ষিতার জন্য দুআ..... ৩৯০
- ঋণ ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি এবং নিজের সকল শক্তি আল্লাহর রাস্তার ব্যয় করার প্রার্থনা..... ৩৯০
- যাকে গালি দেওয়া কিংবা যেকোনোভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার জন্য দুআ.....৩৯১
- দৈহিক সুস্থতা এবং দৃষ্টিশক্তির সুস্থতা কামনা করে দুআ.....৩৯১
- শাহাদাতপ্রাপ্তি ও মদিনায় মৃত্যুর জন্য দুআ..... ৩৯২
- ইলম, প্রজ্ঞা ও ফিকহের জ্ঞান অর্জনের জন্য দুআ..... ৩৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর কাছে বিভিন্ন বস্তু থেকে আশ্রয় কামনা করে দুআ.....৩৯৩

- কুফর, দারিদ্র্য ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার দুআ..... ৩৯৩
- দারিদ্র্য, অপ্রতুলতা, অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় কামনা..... ৩৯৪
- ক্ষুধা ও খিয়ানত থেকে আশ্রয় কামনা..... ৩৯৪
- বালা-মসিবতের কঠোরতা, ভাগ্যের অশুভ পরিণতি এবং দুশমনের আনন্দিত হওয়া থেকে আশ্রয় কামনা ৩৯৫
- নফসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা..... ৩৯৫

- ভূমিধস থেকে আশ্রয় কামনা ৩৯৬
- অপরাগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা ৩৯৬
- অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের আধিপত্য থেকে আশ্রয় কামনা ৩৯৬
- জাহান্নাম ও কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা..... ৩৯৭
- কৃপণতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্যের আতিশয্য, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা ৩৯৭
- কৃপণতা, কাপুরুষতা, বয়োবৃদ্ধি-জনিত দুরবস্থা, অন্তরের ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় কামনা ৩৯৮
- অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা এবং অত্যধিক বার্ধক্য, কবরের আযাব এবং মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা ৩৯৮
- কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা এবং গুনাহ ও ঋণগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় কামনা ৩৯৯
- কবরের আযাব ও সকল ধরনের ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা ৪০০
- অপরাগতা, অলসতা, কৃপণতা, বার্ধক্য, পাষণ্ডতা, গাফলত দারিদ্র্য ইত্যাদি থেকে আশ্রয় কামনা..... ৪০০
- চাপা পড়ে, গহ্বরে পতিত হয়ে, পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে মৃত্যু ইত্যাদি থেকে আশ্রয় কামনা.....৪০১
- অলসতা, বার্ধক্য, গুনাহ, ঋণগ্রস্ততা ইত্যাদি থেকে আশ্রয় কামনা ৪০১
- জানা-অজানা সকল ধরনের মন্দ কাজ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা..... ৪০২
- শিরক থেকে আশ্রয় কামনা করে দুআ ৪০৩
- মন্দ চরিত্র ও মন্দ কাজ এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় কামনা করে দুআ .. ৪০৩
- কান, চোখ, যবান, অন্তর এবং লজ্জাস্থানের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় কামনা..... ৪০৪
- নিয়ামতের বিলুপ্তি, সুস্থতার পরিবর্তন, আকস্মিক শাস্তি থেকে আশ্রয় কামনা..... ৪০৪
- মন্দ পড়শি থেকে আশ্রয় কামনা..... ৪০৫

- মন্দ দিন, মন্দ রাত, মন্দ সময়, মন্দ সঙ্গী এবং মন্দ পড়শি থেকে আশ্রয় কামনা..... ৪০৫
- মন্দ পড়শি, স্ত্রী, সন্তান, মাল, বন্ধু থেকে আশ্রয় কামনা ৪০৫
- আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে আশ্রয় কামনা ৪০৬
- জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা ৪০৬
- শয়তানের সকল ধরনের শয়তানি, অশ্লীলতা, অহমিকা থেকে আশ্রয় কামনা..... ৪০৭
- আগুনের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় কামনা..... ৪০৭

ভেতরের পাতায়

পঞ্চম অধ্যায় : দৈনন্দিনের বিভিন্ন দুআ ও আযকার

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাত্যহিক বিভিন্ন দুআ ও আযকার ২০

- ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব ২০
- ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরবর্তী দুআ ও আযকার..... ২০
- রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে পড়বে..... ২৩
- বাথরুমে প্রবেশের দুআ..... ২৮
- বাথরুম থেকে বের হওয়ার দুআ ২৯
- ওযুর শুরুতে পড়ার দুআ ৩০
- ওযুর শেষে পড়ার দুআ ৩১
- প্রতিটি অঙ্গের জন্য কি আলাদা কোনো দুআ আছে?..... ৩২
- গোসলের সময় পড়বে ৩৭
- আয়নায় মুখ দেখার দুআ ৩৮
- কাপড় পরিধানের দুআ..... ৩৯
- নতুন কাপড় পরিধানের দুআ..... ৪০
- কাপড় খোলার সময় পড়বে ৪১
- বাড়ি থেকে বের হওয়ার দুআ.....৪১
- নামাযে বের হওয়ার দুআ..... ৪২
- ফজরের নামাযে বের হওয়ার দুআ ৪৩
- মসজিদে প্রবেশের দুআ..... ৪৪

- মসজিদ থেকে বের হওয়ার দুআ ৪৬
- ঘরে প্রবেশের দুআ ৪৭
- ঘরে কেউ না থাকলে যেভাবে সালাম দেবে ৪৯
- ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর যিকির পাঠের গুরুত্ব ৪৯
- সূর্যোদয়ের সময় পড়ার দুআ ৪৯
- কারো কাছে খাবার বা পানি চাওয়ার সময় কিংবা কেউ খাওয়ালে বা পান করালে পড়বে ৫০
- খাবার পরিবেশন হলে পড়বে ৫১
- আহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠের গুরুত্ব ৫২
- আহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় .. ৫২
- খাওয়ার শুরুতে বলবে ৫৩
- আহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ামাত্র বলবে ... ৫৫
- খাওয়ার শেষে পড়ার দুআসমূহ ৫৬
- খাবার খেয়ে হাত ধোয়ার পরে পড়বে ৫৯
- কারো বাড়িতে আহার করলে আহার শেষে পড়বে ৬০
- খাবারের পাত্র উঠিয়ে নেওয়ার সময় যে দুআ পড়বে ৬১
- দুধ পান করার দুআ ৬১
- দাওয়াত খেয়ে মেযবানের ঘর থেকে চলে যাওয়ার সময় পড়বে ৬২
- কারো ঘরে মেহমান এলে আর ঘরে খাবারের কিছু না থাকলে পড়বে . ৬২
- ওপরে উঠতে পড়বে ৬৩
- নিচে নামতে পড়বে ৬৩
- বাজারের উদ্দেশ্যে বের হলে পথে যে দুআ পড়বে ৬৩
- বাজারে গিয়ে পড়বে ৬৪
- কোনো বৈঠকে বসা অবস্থায় পড়বে ৬৪
- বৈঠক থেকে উঠার সময় পড়বে ৬৫
- মাগরিবের আযানের সময় পড়বে ৬৭
- ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করা, পাত্র ঢেকে রাখা এবং বাতি নিভানোর সময় পড়বে ৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শোয়ার আগের বিভিন্ন দুআ ও আযকার.....৬৯

- শোয়ার আগে যিকিরের গুরুত্ব ও ফযিলত.....৬৯
- তিলাওয়াতে কুরআনের আমল..... ৭০
- ঘুমানোর পূর্বে তাসবিহ পাঠ..... ৭৬
- শোয়ার পূর্বে পড়ার দুআসমূহ..... ৭৬
- অনিদ্রা রোগ থেকে মুক্তির দুআ..... ৮৬
- রাতে শয্যায় ছটফট করতে থাকলে পড়বে..... ৮৭
- ঘুমে ভীত-সন্ত্রস্ত হলে পড়বে..... ৮৮
- ভালো স্বপ্ন দেখলে পড়বে ৮৯
- দুঃস্বপ্ন দেখলে তিনবার থুতু ফেলবে এবং পড়বে..... ৮৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সকাল সন্ধ্যার দুআ ও আযকার ৯১

- সকাল সন্ধ্যার দুআ ও আযকারের গুরুত্ব ৯১
- صباح ও مساء তথা সকাল সন্ধ্যা বলতে কী বোঝায় ৯২
- সকাল সন্ধ্যার আযকারসমূহ.....১০৭
  - তিলাওয়াতে কুরআনের আমল.....১০৭
  - সকাল সন্ধ্যার অন্যান্য দুআ ও আযকার.....১১০
- দিনে পড়ার আযকারসমূহ.....১২৯
- শুধু রাতের পড়ার কিছু আযকার.....১৩৩
- দিনে রাতে উভয় সময় পড়বে ১৩৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিকতা ও অনুভূতি প্রকাশমূলক বিবিধ দুআ ও আযকার ১৩৯

- সালামের ফযিলত ১৩৯
- সালামের বাক্য.....১৪০

- সালামের উত্তর.....১৪০
- কেউ সালাম পাঠালে উত্তরে বলবে.....১৪১
- মুসাফাহার দুআ.....১৪১
- মুআনাকার কোনো দুআ কি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে?.....১৪২
- হাঁচি দিলে পড়বে.....১৪২
- হাঁচিদাতার জবাবে শ্রোতা পড়বে.....১৪৩
- হাঁচিদাতা তার প্রত্যুত্তরে পড়বে.....১৪৩
- অমুসলিমের হাঁচির জবাবে পড়বে.....১৪৪
- কারো ঘরে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি প্রার্থনা করা আবশ্যকীয়.....১৪৪
- অনুমতি প্রার্থনার সময় বলবে.....১৪৫
- আগন্তুক ব্যক্তিকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে.....১৪৫
- কাউকে হাসতে দেখলে যে দুআ পড়বে.....১৪৬
- কেউ হাদিয়া দিলে তার জন্য যে দুআ করবে.....১৪৬
- হাদিয়াপ্রাপ্ত ব্যক্তির দুআর জবাবে হাদিয়াদাতা বলবে/কেউ বারাকাল্লাহ বললে তাঁর উত্তরে যে দুআ পড়বে.....১৪৭
- কারো প্রশংসা করা হলে প্রশংসিত ব্যক্তি যে দুআর মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাবে.....১৪৭
- খাদিমের জন্য যেভাবে দুআ করবে.....১৪৮
- কারো অনুগ্রহের প্রত্যুত্তরে যে দুআ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে.....১৪৮
- কেউ কোনো প্রয়োজন পূরণ করে দিলে তার জন্য যেভাবে দুআ করবে...১৪৮
- কেউ কাঁটা কিংবা ময়লা দূর করে দিলে তার জন্য যে দুআ করবে...১৪৯
- নজর বা কুদৃষ্টি না লাগার দুআ.....১৪৯
- অপছন্দনীয় বা অপ্রীতিকর কিছু দেখলে পড়বে.....১৫১
- অন্যের জন্য যেভাবে বরকতের দুআ করবে.....১৫২
- সুসংবাদ শুনে যেভাবে শোকরিয়া আদায় করবে.....১৫২
- রোগী কিংবা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখার পর যে দুআ পড়বে.....১৫৩
- অমুসলিম কেউ দুআ চাইলে তার জন্য যেভাবে দুআ করবে.....১৫৩
- ঋণদাতার জন্য যে দুআ করবে.....১৫৪
- ঋণ আদায়কারীর জন্য যে দুআ করবে.....১৫৪

- আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতকারীর জন্য যেভাবে দুআ করবে.....১৫৪
- নতুন কাপড় পরিধানকারীর জন্য যেভাবে দুআ করবে.....১৫৫
- নতুন গোলাম বা চাকর পেলে যে দুআ করবে.....১৫৭
- নববিবাহিত স্ত্রী, নতুন জন্তু ও গোলামের জন্য যেভাবে দুআ করবে.....১৫৭
- নতুন ইসলাম গ্রহণ করলে যে দুআ পড়বে.....১৫৭
- কোনো মুশরিক দুআ পড়ার পরামর্শ চাইলে তাকে যে দুআটি পড়তে বলা হবে.....১৫৮
- কাউকে গালি দিলে তার জন্য যেভাবে দুআ করবে.....১৫৮
- যেভাবে কারো প্রশংসা বা পবিত্রতা বর্ণনা করবে.....১৫৯
- কোনো কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হলে পড়বে.....১৫৯
- কোনোকিছুর কারণে আশ্চর্যান্বিত হলে পড়বে.....১৬০
- কেউ কারো জন্য ক্ষমার দুআ করলে তার জন্য যেভাবে দুআ করবে...১৬১
- কাউকে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে যা বলবে.....১৬২
- কাউকে মসজিদে হারানো মাল তালাশ করতে দেখলে যা বলবে.....১৬২
- ঈদের দিন একে অপরকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে.....১৬২
- কটুভাষা থেকে নিষ্কৃতি লাভের দুআ.....১৬৩
- মোরগের আওয়াজ শুনলে পড়বে.....১৬৩
- গাধা কিংবা কুকুরের আওয়াজ শুনলে পড়বে.....১৬৩
- শোকাতুর পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে বলবে.....১৬৪
- মৌসুমের প্রথম ফল দেখলে যে দুআ পড়বে.....১৬৪
- নতুন চাঁদ দেখলে যে দুআ পড়বে.....১৬৫
- চাঁদের দিকে তাকিয়ে যে দুআ পড়বে.....১৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : বিশেষ অবস্থা ও সময়-সংশ্লিষ্ট দুআ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসাফির ও সফর সংক্রান্ত বিবিধ দুআ ও আযকার.....১৬৮

- যানবাহনে আরোহণের সময় যে দুআ পড়বে.....১৬৮

- কাউকে বিদায় জানানোর সময় যে দুআ পড়বে.....১৭১
- বিদায়ী ব্যক্তি যে দুআ পড়বে.....১৭৩
- যে ব্যক্তি বাহনে বসতে পারে না তার জন্য যে দুআ করবে.....১৭৪
- সফররত অবস্থায় কোথাও রাত হয়ে গেলে যে দুআ পড়বে.....১৭৪
- সফররত অবস্থায় সেহরির সময় হলে যে দুআ পড়বে.....১৭৫
- সফরে কোনো উঁচু স্থানে আরোহণ করলে যা পড়বে.....১৭৫
- সফরে কোনোকিছু হারিয়ে গেলে কিংবা রাস্তা ভুলে গেলে অথবা সহযোগিতার প্রয়োজন হলে যে কথা বলে সহযোগিতা চাইবে.....১৭৬
- সফরে কোনো স্থানে (যেমন : বাস বা রেল স্টেশনে) অবস্থান করলে পড়বে.....১৭৭
- যে শহরে প্রবেশের ইচ্ছা তা দেখার পর যে দুআ করবে.....১৭৮
- সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যে দুআ পড়বে.....১৭৯
- সফর থেকে ফেরার পর নিজ এলাকায় প্রবেশকালে যে দুআ পড়বে ...১৮১
- সফর থেকে ফেরার পর বাড়িতে প্রবেশের সময় যে দুআ পড়বে ১৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ সংক্রান্ত বিবিধ দুআ ও আযকার ১৮৩

- নেক স্ত্রী ও সন্তান কামনা করে দুআ.....১৮৩
- বিবাহের খুতবা ১৮৩
- বর এবং কনেকে অভিনন্দন জানিয়ে দুআ.....১৮৫
- বিয়ের রাতে দর্শনার্থীরা নবদম্পতির জন্য যে দুআ পড়বে.....১৮৫
- বাসররাত্রের দুআ ১৮৬
- সহবাসের দুআ.....১৮৭
- নেক সন্তান কামনা করে দুআ ১৮৭
- সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে দুআ পড়বে.....১৮৯
- সন্তানের মা-বাবাকে অভিনন্দন জানিয়ে যে দুআ পড়বে.....১৮৯
- বাচ্চাকে 'তাহনিক' (মিষ্টি-জাতীয় বস্তু চিবিয়ে তার মুখে দেওয়া) করার সময় যে দুআ পড়বে.....১৯০

- বাচ্চার জন্য সুন্দর অর্থবোধক দুটি দুআ.....১৯০
- সন্তান নেককার হওয়ার দুআ.....১৯১
- সন্তানাদি মূর্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকার জন্য দুআ.....১৯১
- সন্তানাদি নামাযের পাবন্দ হওয়ার জন্য প্রার্থনা.....১৯১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাকৃতিক অবস্থা, আবহাওয়া ও আসমানি বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার দুআ.....১৯২

- বেশি গরমের সময় পড়বে.....১৯২
- বেশি ঠান্ডার সময় পড়বে.....১৯২
- দুর্ভিক্ষ ও বৃষ্টির জন্য দুআ.....১৯৩
- আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখলে পড়বে.....১৯৬
- আকাশের মেঘলা অবস্থা দূর হলে পড়বে.....১৯৬
- বৃষ্টি বর্ষণকালে পড়বে.....১৯৬
- বৃষ্টি বর্ষণের পর বলবে.....১৯৭
- প্রবল বর্ষণের কারণে ক্ষতি হলে বা ক্ষতির আশঙ্কাবোধ করলে পড়বে...১৯৭
- মেঘের গর্জন ও বজ্রধ্বনি শুনলে যে দুআ পড়বে.....১৯৮
- প্রবল বায়ু ও ঝড়-তুফানের সময় যে দুআ পড়বে.....১৯৯
- চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণের সময় যা পড়বে.....২০১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিপদ-আপদ ও দুনিয়াবি হাজত পূরণের দুআসমূহ.....২০৩

- যেকোনো দুঃখ-চিন্তা, মারাত্মক পেরেশানি ও কঠিন বিপদাপদের সময় পড়বে..... ২০৩
- চিন্তা পেরেশানি ও বিপদ-আপদে দরূদ পাঠের গুরুত্ব.....২১১
- দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, ঋণ পরিশোধ ও দারিদ্র্য থেকে বাঁচার জন্য সকাল-সন্ধ্যা পড়বে.....২১২
- বিশেষ ব্যক্তি বা দলের পক্ষ থেকে ভয় হলে কিংবা ক্ষতির আশঙ্কাবোধ

করলে পড়বে.....২১৩
- বাদশাহ কিংবা কোনো জালেমের ভয় হলে পড়বে ২১৫
- শত্রুর বেষ্টনীতে থাকলে যে দুআ পড়বে.....২১৭
- কারো অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য যে দুআ পড়বে ২১৭
- শয়তান বা খবিস জ্বিন-ভূত ইত্যাদির ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পড়বে....২১৮
- শয়তান ও ভূতপ্রেত সামনে এলে বা এগুলোর ভয় হলে যা পড়বে ..২২০
- শয়তান পথ ভুলিয়ে দিলে করণীয়.....২২১
- আগুন লাগলে পড়বে.....২২২
- কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে কিংবা কোনোকিছু পলায়ন করলে যে দুআ পড়বে.....২২২
- কোনো কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হলে যে দুআ পড়বে.....২২৩
- ভয়াবহ বিপদে পড়লে যে দুআ পড়বে ২২৩
- যে দুআ পড়লে মুশকিল সহজ হয় ২২৪
- কঠিন কাজ ও মুশকিল সহজ হওয়ার দুআ ২২৪
- বিপদে আক্রান্ত হলে কিংবা বিপদের সংবাদ শুনলে পড়বে.....২২৫
- হাজত ও প্রয়োজন পূরণের জন্য করণীয় ২২৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অসুস্থতা সংক্রান্ত বিভিন্ন দুআ ও আযকার ২২৮
- সর্বদা সুস্থ থাকার জন্য যে দুআ করবে ২২৮
- সুস্থতার জন্য সকাল সন্ধ্যা তিনবার যে দুআ করবে ২২৮
- রোগী দেখতে যাওয়ার ফযিলত.....২২৯
- রোগী দেখতে গেলে তার সুস্থতার জন্য যে দুআগুলো পড়বে..... ২৩০
- অসুস্থ ব্যক্তির মাথার কাছে বসে ৭ বার পড়বে ২৩০
- জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির (মাথার) পাশে বসে পড়বে.....২৩২
- রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে দুআগুলো পড়বে ২৩৩
- জ্বর কিংবা যেকোনো ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তি যে দুআ পড়বে..... ২৩৫
- অন্ধত্ব থেকে মুক্তির জন্য যে দুআ পড়বে..... ২৩৫

- সুস্থতার জন্য যেসকল দুআ পড়ে ঝাড়ফুঁক করতে হয়..... ২৩৬
- অসুস্থ ব্যক্তি নিজে নিজে ঝাড়বে এবং এই দুআ পড়বে..... ২৩৮
- তিন কুল পড়ে ঝাড়ফুঁক..... ২৪০
- ফাতেহা পড়ে ঝাড়ফুঁক..... ২৪০
- কারো ওপর বদনজর লাগলে এই দুআ পড়ে ঝাড়বে ২৪১
- জীবজন্তুর ওপর বদনজর লাগলে যা পড়ে ঝাড়বে.....২৪২
- পাগলকে যা পড়ে রুকইয়া (ঝাড়ফুঁক) করবে..... ২৪৩
- সাপ বিচ্ছু দংশন করলে যা করবে..... ২৪৩
- ফোড়া, ফোসকা বা ব্রণের জন্য এই দুআ পড়ে ঝাড়বে..... ২৪৪
- অগ্নিদগ্ধের ঝাড়ফুঁকের সময় পড়বে ২৪৫
- প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে যে দুআ পড়বে..... ২৪৫
- ছোট শিশু বা নিজ সন্তানকে সর্বদা যে দুআ পড়ে ঝাড়বে ২৪৬
- কোনো কারণে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগ্রত হলে যে দুআ পড়বে.... ২৪৭
- রোগী কিংবা যেকোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে যে দুআ পড়বে.... ২৪৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দরিদ্রতা ও অর্থসংকটের সময়কার দুআ ও আযকার.....২৪৮

- ঋণ পরিশোধের দুআ ২৪৮
- যে দুআ পড়লে স্বর্ণের পাহাড় পরিমাণ ঋণ হলেও তা শোধ হবে ২৪৯
- অর্থসংকট বা রিযিকের সংকীর্ণতা দূর হওয়ার দুআ ২৫১
- ক্ষুধা ও রিযিকের সংকীর্ণতা দূর হওয়ার দুআ.....২৫১
- দারিদ্র্য থেকে বাঁচার দুআ.....২৫২

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবিধ.....২৫৩

- কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে পড়বে..... ২৫৩
- কোনো কাজের ইচ্ছা করলে (কল্যাণ কামনা করে) যে দুআটি পড়তে থাকবে ২৫৪

- ঘর থেকে শয়তান দূর করার জন্য পড়বে ২৫৪
- শয়তান কোনো কাজে ওয়াসওয়াসা দিলে পড়বে..... ২৫৫
- রাগ দূর করার জন্য পড়বে.....২৫৬
- কাজের ক্লান্তি দূর করা এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্য পড়বে ২৫৬
- জুমুআর দিনের মাসনুন আযকার ২৫৭
- আরাফার দিবসের দুআ..... ২৫৮
- তাকবিরে তাশরিক ও ঈদের দিনের যিকির ২৫৯
- রজব মাসে পড়ার দুআ ২৫৯
- লাইলাতুল কদরে পাঠ করার দুআ.....২৬০

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুকালীন দুআ.....২৬১

- মৃত্যুযাত্রী পড়বে ২৬১
- মৃত্যুযাত্রীর পাশে থাকা লোকেরা যা পড়বে ২৬২
- মৃতব্যক্তির পাশে থাকা লোকেরা মৃত্যুর পরে যা পড়বে..... ২৬৩
- মৃতব্যক্তির পরিবারবর্গ যা পড়বে ২৬৩
- কারো মৃত্যুর সংবাদ কিংবা কোনো দুঃসংবাদ শুনলে বলবে.....২৬৪
- কারো মৃত্যুতে যে মুসিবতগ্রস্ত হয়েছে সে পড়বে ২৬৪
- কারো সন্তান মারা গেলে পড়বে ২৬৫
- ইসলামের শত্রুর মৃত্যুসংবাদ শুনলে এ দুআ পড়বে.....২৬৫
- শোকাতুর পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে যা বলবে.....২৬৬
- জানাযা দেখলে বা পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে যে দুআ পড়বে.....২৬৬
- জানাযার নামাযের দুআসমূহ.....২৬৭
- মাইয়্যেত নাবালেগ হলে পড়বে.....২৭২
- মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময়ের দুআ..... ২৭৪
- দাফনকার্য সমাপ্ত করে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলবে..... ২৭৫
- কবর যিয়ারতের দুআ ২৭৮

সপ্তম অধ্যায় : আকিদা ও ইবাদত-সংশ্লিষ্ট দুআ ও যিকির

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকিদা ও তাওহিদ সংক্রান্ত আযকার.....২৮৩

- তাওহিদ-পরিপন্থী কোনো কথা বললে কিংবা চিন্তায় এলে পড়বে... ২৮৩
- শিরকের ভয় অনুভব করলে যে দুআ পড়বে ২৮৩
- কোনো বস্তুর ব্যাপারে শুভ-অশুভ ধারণা হলে যে দুআ পড়বে ২৮৪
- ঈমান-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে মনে 'ওয়াসওয়াসা' সৃষ্টি হলে যা পড়বে..... ২৮৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামায-সংশ্লিষ্ট দুআ ২৮৮

- আযানের জবাব ও দুআ ২৮৮
- আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ.....২৯০
- নামাযের সারিতে পৌঁছে যে দুআ পড়বে.....২৯০
- ইকামতের জবাব ও দুআ.....২৯১
- নামাযের ছানা.....২৯২
- নফল নামাযে আরো যেসকল ছানা ও আযকার পড়া যায় ২৯২
- তাহাজ্জুদের নামাযে পড়বে.....২৯৪
- রুকুতে পড়ার দুআসমূহ.....২৯৬
- রুকু থেকে ওঠা ও তার পরবর্তী সময়ের দুআসমূহ..... ২৯৮
  - রুকু থেকে ওঠার সময় বলবে ২৯৮
  - রুকু থেকে উঠে বলবে.....২৯৯
- সিজদায় পড়বে ৩০২
- দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে পড়বে ৩০৬
- সিজদায়ে তিলাওয়াতের দুআ ৩০৭
- সিজদায়ে তিলাওয়াতের ফযিলত ৩০৯
- নফল নামাযের সিজদায় বেশি বেশি দুআ করার গুরুত্ব..... ৩০৯

- তাশাহহুদ..... ৩০৯
- দরূদে ইবরাহিমি.....৩১১
- তাশাহহুদ ও দরূদের পর সালামের পূর্বের মাসনুন দুআ.....৩১২
- দুআ কুনুত.....৩১৩
- কুনুতের আরেকটি দুআ.....৩১৩

ফরয নামায-পরবর্তী আমল ৩১৫

- নামায-পরবর্তী কিছু আযকার ৩১৫
- নামায-পরবর্তী তাসবিহ ৩১৭
- তিলাওয়াতে কুরআন.....৩২১
- ফরয নামায-পরবর্তী মাছুর কয়েকটি দুআ.....৩২২
- ডান হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করবে এবং এই দুআ পড়বে..... ৩২৪
- ফরয নামায-পরবর্তী দুআ ও একটি বিভ্রান্তির নিরসন ৩২৫
- বিশেষভাবে ফজর ও মাগরিবের নামাযের পরে পড়বে..... ৩২৭
- ফজর ও মাগরিবের পর জান্নাত কামনার দুআ কি হাদিসে আছে? ৩২৮
- বিশেষভাবে ফজরের নামাযের পরে পড়বে..... ৩৩০
- বিতিরের নামাযের সালাম ফিরানোর পরে তিনবার পড়বে ৩৩২
- ফজরের সুন্নতের পরে পড়বে ৩৩৩
- ইস্তেখারার দুআ..... ৩৩৭
- সালাতুল হাজতের দুআ..... ৩৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রমযান ও রোযা সংক্রান্ত দুআসমূহ.....৩৩৯

- নতুন চাঁদ দেখলে যে দুআ পড়বে ৩৩৯
- চাঁদের দিকে তাকিয়ে যে দুআ পড়বে ৩৪০
- রমযান মাসে যে দুআ বেশি বেশি পড়বে.....৩৪১
- ইফতারের আগে বেশি বেশি দুআ করা উচিত ৩৪১
- ইফতারের সময় যে দুআ অধিকহারে পড়বে ৩৪২
- ইফতারের শুরুতে পড়বে..... ৩৪৩

- ইফতার শেষে পড়বে..... ৩৪৪
- কারো ঘরে ইফতার করলে তার জন্য যেভাবে দুআ করবে..... ৩৪৫
- সফররত অবস্থায় সেহরির সময় হলে যে দুআ পড়বে ৩৪৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হজ্জ ও উমরা সংক্রান্ত দুআ..... ৩৪৭

- হজ্জযাত্রীকে যে দুআ পড়ে বিদায় জানাবে..... ৩৪৭
- হজ্জের তালবিয়া..... ৩৪৮
- তালবিয়ার পর যে দুআ করবে..... ৩৪৯
- মিকাত অর্থাৎ এহরাম বাঁধার জায়গায় পৌঁছে পড়বে..... ৩৫০
- কাবাগৃহ দর্শন ও প্রবেশের দুআ ৩৫০
- তাওয়াফকালীন দুআ..... ৩৫০
- তাওয়াফের সময় দুই রুকনের মধ্যে পড়বে.....৩৫১
- তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানি এবং হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ার দুআ ৩৫২
- হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় পড়ার দুআ ৩৫২
- মাকামে ইবরাহিমের পাশে পড়বে ৩৫৪
- সাফা-মারওয়ায় যা পড়বে..... ৩৫৪
- সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী উপত্যকায় পড়বে..... ৩৫৯
- আরাফার দিকে গমনকালে পড়বে ৩৫৯
- আরাফার দিবসে পড়বে..... ৩৬০
- মুযদালিফায় যে দুআ পড়বে..... ৩৬৩
- কুরবানির দিনে যে দুআ পড়বে ৩৬৩
- কঙ্কর নিক্ষেপের সময় যে দুআ করবে..... ৩৬৪
- যমযমের পানি পান করার সময় যে দুআ করবে..... ৩৬৪
- হজ্জ ও উমরা থেকে ফেরার সময় পড়বে..... ৩৬৫
- নবাগত হাজি সাহেবকে অভিবাদন জানিয়ে যে দুআ করবে ৩৬৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যবাই, কুরবানি ও আকিকা সংক্রান্ত দুআ ৩৬৭

- পশু যবাইয়ের সময় পড়বে..... ৩৬৭
- বিশেষভাবে কুরবানির পশু যবাইয়ের সময় পড়বে ৩৬৭
- আকিকার দুআ..... ৩৬৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জিহাদ সংক্রান্ত দুআ..... ৩৭০

- শাহাদাতপ্রাপ্তি ও মদিনায় মৃত্যুর জন্য দুআ..... ৩৭০
- জিহাদের সফরে বের হওয়ার সময় যে দুআ পড়বে..... ৩৭০
- যুদ্ধে বাহনের দুর্বলতা কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে যে দুআ পড়বে...৩৭১
- শত্রু-শহরে প্রবেশকালীন দুআ.....৩৭১
- দুশমনের সাথে মোকাবিলা করার সময় যে দুআ পড়বে ৩৭২
- শত্রুর পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কাবোধ হলে যে দুআ পড়বে..... ৩৭৩
- অবরোধের কবলে পড়লে যে দুআ পড়বে ৩৭৪
- আহত হলে (চিকিৎসার সময়) 'উহ্' এর পরিবর্তে বলবে..... ৩৭৫
- শত্রুবাহিনী পিছপা হয়ে পালালে যে দুআ পড়বে ৩৭৫
- যুদ্ধে বিজয় লাভের পর যে দুআ পড়বে..... ৩৭৭
- জিহাদের সফর থেকে ফেরার পর বাড়িতে প্রবেশের সময় যে দুআ পড়বে . ৩৭৮

পরিশিষ্ট ৩৭৯

- মুমিনের কোনো দুআই বিফলে যায় না ৩৭৯
- দুআ কবুল হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশমূলক বলবে..... ৩৭৯

ভূমিকা

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

আল্লাহর অনুগ্রহেই নেক কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। তাঁর তাওফিক ছাড়া কোনো কাজই সম্পাদন করা সম্ভব নয়। দুআ ও যিকির একজন মুমিনের দৈনন্দিনের অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। কিন্তু আমরা অনেকেই এগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি না, তাই দুআ ও যিকির থেকে আমরা বেশ গাফেল। আবার কেউ কেউ মনে করি দুআ শুধু বিপদ-আপদেই পড়ার বিষয়। তাই শুধু বিপদ-আপদেই এর প্রতি মনোনিবেশ করি; অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আরবি ভাষায় দুআ ও যিকির সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় যদিও দুআ ও যিকিরের অনেক গ্রন্থই বাজারে আছে কিন্তু মানসম্পন্ন ইলমি গ্রন্থ খুবই কম। তাই দীর্ঘদিন থেকে আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলা ভাষায় দুআ ও যিকির সম্পর্কে বিশদ ও ইলমি একটি গ্রন্থ লেখার, যাতে নির্ভরযোগ্য হাদিসের আলোকে দুআ ও যিকির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। আমার আব্বা জামিয়া ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ এর শায়খুল হাদিস, হযরত মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদি দা. বা. বিষয়টির প্রতি জোর তাগিদ দিচ্ছিলেন। কিন্তু নানান ব্যস্ততায় তা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে আল্লাহর রহমতে কিতাবটি লেখায় মনোযোগী হই এবং এক সময় কিতাবটি সমাপ্তও হয়। কিতাবটির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করছি :

ক. দুআ ও যিকিরের আদব, দুআ কবুলের শর্ত, কাদের দুআ কবুল হয়, কাদের দুআ কবুল হয় না, কোন কোন সময়ে দুআ কবুল হয়, কোন কোন স্থানে দুআ কবুল হয়, কোন অবস্থায় দুআ কবুল হয় ইত্যাদি অনেক বিষয় আছে, যা আমাদের অনেকেরই জানা নেই; অথচ দুআ ও যিকিরকারী সবার জন্য এগুলো জানা অত্যন্ত জরুরী। তেমনিভাবে দুআ ও যিকির সম্পর্কে আমাদের সমাজে নানান ধরনের ভ্রান্তিও রয়েছে। এজন্য আমরা প্রথম অধ্যায়ে দুআ ও যিকির সম্পর্কে এজাতীয় নানান বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার

চেষ্টা করেছি। আশা করি এই আলোচনাগুলো পড়লে পাঠক জানতে পারবেন, কেন আমাদের দুআ কবুল হয় না, কীভাবে দুআ করলে আমাদের দুআ কবুল হবে; সর্বোপরি আমাদের কীভাবে দুআ করা উচিত।

খ. প্রতিটি দুআ ও যিকির সহিহ কিংবা হাসান তথা নির্ভরযোগ্য হাদিস থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি দুআর পরে হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ করার পাশাপাশি হাদিসটির মান উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে কোথাও কোথাও সাধারণ কোনো দুর্বল হাদিস উল্লেখ করার প্রয়োজন হলে টীকায় তা বলে দেওয়া হয়েছে। তবে মুনকার, মাতরুক তথা অতি দুর্বল কোনো হাদিস বিলকুল গ্রহণ করা হয়নি।

গ. দুআর যেসব গ্রন্থে শুধু সহিহ কিংবা হাসান হাদিসে বর্ণিত দুআগুলোই উল্লেখ করার শর্ত করা হয়েছে সেগুলোতে শর্তের কারণে অনেক প্রসিদ্ধ দুআ ও যিকির বাদ পড়েছে। অথচ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, বাদ দেওয়া দুআর হাদিসটি 'মুনকার,' 'মাতরুক' তথা অতি দুর্বল কিংবা ভিত্তিহীন নয়; বরং হাসানের কাছাকাছি কিংবা ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য এমন হাদিস; এজাতীয় প্রসিদ্ধ দুআগুলো আমরা কখনো মূল গ্রন্থে, কখনো টীকায় উল্লেখ করে হাদিসটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করার চেষ্টা করেছি। যেমন : আয়নায় চেহারা দেখার দুআ- اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي। এই দুআটি অনেকেই উল্লেখ করেননি। অথচ তাহকিক করে দেখা যায়, হাদিসটি ভিত্তিহীন নয়। বিশেষত বাইহাকির 'আদ দাআওয়াতুল কাবির' এর রেওয়ায়েতটি অনেকের সামনে না থাকায় তারা অন্যান্য সনদগুলোর উপর নির্ভর করে এটাকে ভিত্তিহীন বলার চেষ্টা করেছেন।

ঘ. আমাদের দেশে কিছু কিছু দুআর ক্ষেত্রে ভুল শব্দের প্রচলন রয়েছে। যেমন : খাবারের শুরুতে প্রসিদ্ধ দুআ হচ্ছে- بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ (বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ) অথচ এটি ভুল। সঠিক হচ্ছে- بِسْمِ اللهِ وَبَرَكَةِ اللهِ (বিসমিল্লাহি ওয়া বারাকাতিল্লাহ) এখানে على যুক্ত হবে না। আবার খাবার শেষের দুআ প্রসিদ্ধ হচ্ছে এভাবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অথচ এটি ভুল। শেষে من যুক্ত করা ঠিক নয়; বরং সঠিক হবে- وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ (জাআলানা মুসলিমিন)। দুআর মধ্যে এজাতীয় ভুল অনেক। তেমনিভাবে মুআনাকার একটি দুআ এভাবে প্রসিদ্ধ- اَللّٰهُمَّ زِدْ مُحَبَّتِيْ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ অথচ কোনো হাদিসেই মুআনাকার

এমন কোনো দুআ বর্ণিত হয়নি। আমরা বইটিতে সঠিক বিষয় উল্লেখ করার পাশাপাশি কী ভুল হয়েছে, কেন ভুল হয়েছে এ প্রসঙ্গে টীকায় সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

ঙ. দুআর প্রায় সকল বইতেই সকাল-সন্ধ্যার যিকির উল্লেখ করা হয়। সাধারণত সবাই মনে করে, সকাল-সন্ধ্যা বলতে ফজরের পর এবং মাগরিবের পরের সময়কেই বোঝানো হয়েছে। অথচ হাদিসে উল্লেখিত صباح এবং مساء দ্বারা এই সময় দু'টিই বোঝানো নিশ্চিত নয়। এর আরো ব্যাখ্যা আছে। সুতরাং হাদিসে উল্লেখিত صباح ও مساء বলতে সুনির্ধারিতভাবে কোন সময়কে বোঝানো হয়েছে, তা সবার জানা থাকা প্রয়োজন। স্থানে স্থানে এজাতীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যা আমাদের অনেকের জানা নেই।

চ. দুআর বাংলা গ্রন্থগুলোতে সাধারণত প্রতিটি বিষয়ের একটি শিরোনাম দিয়ে দুআ উল্লেখ করা হয়। দুআটি কোন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কোন প্রেক্ষাপটে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআটি বলেছেন তা উল্লেখ করা হয় না। এতে বেশ সমস্যা তৈরি হয়। যেমন : দাওয়াত খাওয়ার শেষে اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ দুআটি বেশ প্রসিদ্ধ। অথচ এটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত খাওয়ার পর বলেননি; বরং খাবার চাওয়ার সময় এই দুআটি বলেছিলেন। আর তাঁর দুআ শুনেই হযরত মিকদাদ রা. দুধের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সাধারণত দুআর বইসমূহে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয় না। যদি দুআ ও যিকির উল্লেখ করার পাশাপাশি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল বক্তব্যটি উল্লেখ থাকত তাহলে বিষয়টি সবার কাছে সুস্পষ্ট থাকত।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন, আমরা মুসাফাহার সময় বলি- يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ অথচ কোনো হাদিসেই এভাবে পড়তে বলা হয়নি। বরং হাদিসে শুধু পরস্পর ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। আর ক্ষমা প্রার্থনার এই বাক্য আমাদের নিজেদের তৈরিকৃত। এখানে কেউ যদি অন্য শব্দে ক্ষমা প্রার্থনা করে, যেমন : বলল- غَفَرَ اللهُ لَنَا (গাফারাল্লাহু লানা) তাহলে এরও সুযোগ রয়েছে।

কখনো এমন হয় যে, দুআটি মূলত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেননি; বরং কোনো সাহাবি কিংবা তাবিয়ি এটি পড়তেন। কিন্তু শিরোনাম দিয়েই দুআ উল্লেখ করার কারণে সবাই ধারণা করে নেন যে, এটিও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শব্দ; অথচ বাস্তবতা ভিন্ন। দুআর উল্লেখ করার পাশাপাশি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল বক্তব্যটি উল্লেখ না করার কারণে এজাতীয় নানান অস্পষ্টতা ও সমস্যা তৈরি হয়। তাই প্রতিটি দুআ ও যিকিরের উল্লেখের পর আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল বক্তব্যটি উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি।

ছ. দুআ ও যিকিরের উৎসগ্রন্থ, যেমন : আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ, নাসায়ি; আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নি; আদ দুআ, তাবারানি; আদ দাআওয়াতুল কাবির, বাইহাকি; আল আযকার, নববি; সিলাহুল মুমিন, ইবনুল হুমাম; আল হিসনুল হাসিন, জাযারি এগুলোসহ দুআ ও যিকিরের অসংখ্য গ্রন্থকে সামনে রেখে বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি হাদিসের কিতাবসমূহ বিশেষত কুতুবে সিত্তা, সহিহ ইবনে হিব্বান, সহিহ ইবনে খুযাইমাহ, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, মিশকাতুল মাসাবিহ ও মাজমাউয যাওয়াইদ এর কিতাবুদ দুআ ও কিতাবুল আযকারের হাদিসগুলোকে সামনে রেখে বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই এটি আলোচিত বিষয়ের জামে ও বিশদ একটি গ্রন্থ হয়েছে।

জ. বইয়ের ইলমি আলোচনার কারণে সাধারণ মানুষ যেন বইটি থেকে উপকৃত হতে কোনোরূপ বাধার সম্মুখিন না হন কিংবা বিরক্তিবোধ না করেন এ বিষয়টির প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে।

ঝ. সাধারণত দুআ ও যিকিরের যেসব গ্রন্থে আল 'আসমাউল হুসনা'র আলোচনা থাকে সেখানে এগুলোর শুধু শাব্দিক অর্থই উল্লেখ করা হয়। এগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয় না। অথচ তা জানাও অত্যন্ত জরুরী। কারণ হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই নামাগুলোর 'এহসা' তথা আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই এহসার এক ব্যাখ্যা হচ্ছে এগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝে গুণগুলো ধারণ করা। তাই আমরা এই নামাগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য উল্লেখের পাশাপাশি বান্দা এই ইসমগুলো থেকে কী শিক্ষা নেবে, কীভাবে এসব গুণে গুণান্বিত হবে তাও আলোচনা করেছি।

ঞ. সাধারণত দুআ ও যিকিরের যেসব গ্রন্থে কুরআনে বর্ণিত দুআ এবং

জামে তথা ব্যাপক অর্থবোধক দুআ উল্লেখ করা হয় সেগুলোতে প্রতিটি দুআর আলাদা কোনো শিরোনাম দেওয়া থাকে না। এখন কেউ কেউ নিজের কোনো প্রয়োজনে দুআ করতে চায় এবং বিষয়টি কুরআনের দুআয়ও আছে কিংবা জামে দুআগুলোতে আছে, কিন্তু সে জানে না তার প্রয়োজনীয় বিষয়টি এখানে আছে কি নেই? একারণেই আমরা কুরআনে বর্ণিত দুআ এবং জামে দুআগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা শিরোনাম উল্লেখ করেছি। এখন যার যা প্রয়োজন সে সূচী দেখে তার প্রয়োজনীয় বিষয়টি গ্রহণ করতে পারবে এবং সহজেই দুআটি নাগালে পেয়ে যাবে।

ট. যিকিরের কিছু বিষয় নিয়ে আমাদের সমাজে বেশ অস্থিরতা বিরাজমান। যেমন 'ইল্লাল্লাহ' যিকির করা যাবে কি না, আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা যাবে কি না। তেমনিভাবে তাসবিহ-মালায় যিকির পড়া, সম্মিলিতভাবে যিকির পড়া, জোরে যিকির পড়া, যিকরে কালবি, যিকরে নাফসি, পাস আনফাসের যিকির ইত্যাদি। বক্ষমাণ গ্রন্থে আমরা এসকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং এসকল মতভেদপূর্ণ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য ও প্রশান্তিদায়ক সমাধান পেশ করার চেষ্টা করেছি। এপ্রসঙ্গে এতো বিশদ আলোচনা করা হয়েছে যে এগুলোকে আলাদা করলে কেবল যিকির সম্পর্কেই স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ হয়ে যাবে।

এছাড়াও আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা সাধারণত দুআ ও যিকিরের বাংলা বইগুলোতে থাকে না। গ্রন্থটির কয়েক পৃষ্ঠা পড়লেই পাঠকদের সামনে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। যাইহোক, বইটি বাংলা ভাষায় দুআ ও যিকিরের ইলমি একটি গ্রন্থ হওয়ায় একদিকে যেমন আলেম উলামা, তালেবে ইলম, তরুণ ও শিক্ষিত সমাজের খোরাক হবে অপরদিকে সাধারণ মানুষও বইটি থেকে উপকৃত হতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

যাইহোক, বক্ষমাণ গ্রন্থে দুআ ও যিকিরের গুরুত্বপূর্ণ সকল দিক ফুটে উঠেছে এবং এটি দুআ ও যিকিরের একটি বিশ্বকোষে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা গ্রন্থটির নাম দিয়েছে 'দুআ ও যিকির বিশ্বকোষ'। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে আমি 'দুআ ও যিকির' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলাম। যদিও এই বিশ্বকোষের মূল ভিত্তি হচ্ছে সেই 'দুআ ও যিকির' গ্রন্থটি। কিন্তু আলোচিত এই বিশ্বকোষটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে এবং এতো এতো বিষয় যুক্ত করা হয়েছে যে এটিকে পূর্বের গ্রন্থের নতুন সংস্করণ বলার কোন সুযোগ নেই। বরং এটি

স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থে রূপ ধারণ করেছে। যারা আগের বইটি সংগ্রহ করেছিলেন তারা এই বিশ্বকোষটি হাতে নিলে আগেরটির সাথে কোন মিল খুঁজে পাবে না। এজন্য আমরা বইয়ের শুরুতে এটিকে 'দুআ ও যিকির' গ্রন্থের নতুন সংস্করণ বলিনি।

গ্রন্থটি প্রস্তুত করতে অনেকেই অনেকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের মধ্যে আমার পিতা হযরত মাও. শফিকুর রহমান জালালাবাদী সাহেব দা. বা. এবং ড. মুহাম্মদ আকরাম সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া আমার প্রিয় দুজন ছাত্র ফরিদ উদ্দিন মাসউদ ও মুজাহিদুর রহমান এর নামের উল্লেখ না করলে না-শোকরি হবে। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন। বিশেষত ডা. মুহা. আকরাম সাহেবকে দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ কল্যাণ দান করুন, আমিন। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি থেকে লেখক, পাঠক সবাইকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন, আমিন।

প্রথম অধ্যায়

দুআ ও যিকির সংক্রান্ত

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

দুআর হাকিকত ও মর্মকথা

বান্দা তার প্রয়োজনের কথা রবের কাছে বলবে, দুআ বলতে আমরা এটাই বুঝি। কিন্তু দুআর পূর্ণ হাকিকত আমরা অনেকে অনুধাবন করতে পারি না। দুআর হাকিকত বুঝতে হলে নিচের কথাগুলো ভালো করে অনুধাবন করতে হবে।

ক. বান্দা তার মনিব ও খালিকের মালিকানাধীন গোলাম; সে তার প্রতিটি কাজে রবের প্রতি মুখাপেক্ষী; একটি মুহূর্তের জন্যও সে নিজের রব থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না; মনিবের প্রতিটি আদেশ ও নিষেধ তার জন্য শিরোধার্য। এই অনুভূতির মধ্য দিয়েই আল্লাহর সামনে বান্দার চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখাপেক্ষিতা, আনুগত্য, নতিস্বীকার এবং তুচ্ছতা প্রকাশ পায়। আর এটাই হচ্ছে ইবাদতের হাকিকত। কেননা ইবাদতের অর্থই হচ্ছে أقصى غاية الخضوع والتذلل অর্থাৎ সীমাহীন আনুগত্য, বশ্যতা ও তুচ্ছতা প্রকাশ করা। বোঝা গেল সমস্ত ইবাদতের সারবস্তুই হচ্ছে, আল্লাহর সামনে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করা। আর এই ইবাদত ও গোলামিই হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং যে যত বেশি আল্লাহর দাসত্ব করতে পারবে, তার ক্ষেত্রে সৃষ্টির উদ্দেশ্যও ততই পূর্ণতা পাবে। কেননা কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۞

> অর্থ : আমি মানুষ ও জিনজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।[১]

[১] সূরা যারিয়াত : ৫৬।

এ কারণেই রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসকল গুণে গুণান্বিত ছিলেন, এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে আল্লাহর গোলামি ও দাসত্ব। তিনিই ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী। মহান সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব তিনিই সবচেয়ে বেশি করেছেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, সর্বশেষ নবী ও রাসুল ছিলেন, সকল নবী ও রাসুলের সর্দার ছিলেন। কিন্তু এতসব বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে জায়গায় জায়গায় তাঁকে স্বীয় বান্দা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পুরো মানবজাতির মাঝে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা মেরাজের সম্মানে ভূষিত করেছেন। এক রাতের মধ্যেই পবিত্র মক্কা নগরী থেকে বাইতুল মাকদিস নিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে সপ্তাকাশ পাড়ি দিয়ে যতদূর আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ে যাওয়া এবং আবার সেই রাতেই নিজের ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া—এমন ঘটনা মানব-ইতিহাসে একমাত্র তাঁর জীবনেই ঘটেছিল। অথচ আল্লাহ তাআলা এমন মহান ঘটনাটির বিবরণ দিচ্ছেন এভাবে—

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

> ‘মহান সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন...।[১]

এই আয়াতে নবীজিকে আল্লাহর গোলাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেই অনুমান করা যায়, মহান প্রভুর গোলামি ও দাসত্বের পূর্ণতার মধ্যেই নিহিত একজন মানুষের পরিপূর্ণ সফলতা।

খ. নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আমলের মধ্য দিয়ে মানুষ তার প্রভুর ইবাদত ও দাসত্ব করে থাকে। কিন্তু দাসত্বের পূর্ণরূপ প্রকাশ পায় দুআর মধ্য দিয়েই। কারণ বান্দা যখন নিজের কোনো প্রয়োজনে কিংবা পরকালীন মুক্তির আশায় প্রভুর সামনে হাত তুলে কান্নাকাটি করতে থাকে, তখন তার ভেতর-বাহির সবটাই আল্লাহর গোলামিতে ডুবে থাকে। তখন

[১] সূরা বনি ইসরাইল : ১।

সে আল্লাহকে খুব কাছে অনুভব করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۞

‘আর যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।’[১]

আল্লাহ আমার ভাত নেই, আল্লাহ আমার টাকা নেই, আল্লাহ আমার অসুখ ভালো করে দিন; আপনি ছাড়া আর কেই-বা আমাকে সাহায্য করবে ইত্যাদি শব্দে বান্দা যখন দুআ করে, তখনই বান্দার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের অক্ষমতা, মুখাপেক্ষিতা, সীমাহীন বিনয়, আনুগত্য, নতিস্বীকার ও তুচ্ছতা প্রকাশ পায়। আর এটাই তো হচ্ছে ইবাদতের হাকিকত যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অনুভূতি দুআর মধ্য দিয়ে যেভাবে প্রকাশ পায় অন্য ইবাদতে সেভাবে প্রকাশ পায় না। তাই দুআকেই ইবাদত বলা হয়েছে এবং দুআকে ইবাদতের সারবস্তু বা মগজ বলা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ‘দুআই ইবাদত’।[২]

অন্য হাদিসে এসেছে, اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দুআ ইবাদতের সারবস্তু। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশির ভাগ সময় দুআর মধ্যে ডুবে থাকতেন।

আর এ কারণেই (দুআর মধ্য দিয়েই সীমাহীন আনুগত্য এবং তুচ্ছতা প্রকাশ পায়) যারা আল্লাহর কাছে চায় না, দুআ করে না, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কেননা আল্লাহর কাছে না চাওয়া অহংকার ও আল্লাহর প্রতি অমুখাপেক্ষিতার শামিল, যা বান্দার জন্য কখনোই বৈধ নয়।

আল্লামা তিবি রহ. বলেন, ‘আল্লাহর কাছে চাওয়া হোক এটা তিনি পছন্দ

[১] সূরা বাকারা : ১৮৬।
[২] সুনানে আবু দাউদ : ১৪৮১।

করেন। এ কারণেই যারা আল্লাহর কাছে চায় না, তাদের ওপর আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। আর যার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সে তো অবশ্যই 'মাবগুয' তথা আল্লাহ তাআলার ক্রোধভাজন।'

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন—

يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا رب

'হে ঐ সত্তা, যার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হচ্ছে সে-ই যে বেশি বেশি সওয়াল করে। হে ঐ সত্তা, যার কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বান্দা হচ্ছে সে-ই যে সওয়াল করে না। আপনি ব্যতীত আর কেউ এমন নেই।'

কবি বলেন—

الله يغضب إن تركت سؤاله
وبني آدم حين يسأل يغضب

'সওয়াল না করলে আল্লাহ তাআলা নারাজ হন,
আর আদমসন্তানের কাছে সওয়াল করলে সে নারাজ হয়।'

গ. من عرف نفسه فقد عرف ربه 'যে তার নফসকে চিনল, সে তার রবকে চিনল।' কথাটি বেশ প্রসিদ্ধ। যদিও হাদিস হিসেবে এটি প্রমাণিত নয়, কিন্তু কথাটির মর্ম সঠিক। ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ভাষায় কথাটির ব্যাখ্যা হচ্ছে, যে তার নিজের ইবাদতকে চিনল সে তার রবকে রব হিসেবে চিনল; যে তার নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে অবগত হলো, সে তার রবের ধনাঢ্যতা চিনল; যে তার নিজের অপারগতা সম্পর্কে অবগত হলো, সে তার রবের কুদরত ও সক্ষমতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করল; যে তার নফসের অজ্ঞতা সম্পর্কে জানল, সে তার রবের ইলম সম্পর্কে অবগতি লাভ করল; যে তার নফসের তুচ্ছতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করল, সে তার রবের ইজ্জত সম্পর্কে অবগতি লাভ করল।

সুতরাং রবের 'গেনা', প্রাচুর্য ও ধনাঢ্যতা, কুদরত ও সক্ষমতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা নিজের দারিদ্র্য, অক্ষমতা, অপারগতা ও তুচ্ছতা সম্পর্কে অবগতি ছাড়া সম্ভব নয়। আর দুআর মধ্য দিয়েই বান্দার দারিদ্র্য, অক্ষমতা,

অপারগতা ও তুচ্ছতা প্রকাশ পায়। কারণ যখন বান্দা নিজের মাঝে প্রয়োজন, অভাব-অনটন, দারিদ্র্য অনুভব করে আর তার রবকে অমুখাপেক্ষী, কাদির ও সক্ষম মনে করে, তখনই সে রবের কাছে চাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে।

কখনো কখনো আমরা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই এবং অনেক কঠিন সময় পার করি। তখন আমাদের হাতে সেই কঠিন মুহূর্তে, সেই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার কোনো পথ থাকে না। আর তখনই আমাদের সামনে আসে আল্লাহর বাণী—

أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ أَإِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ ۭ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ ۞

> ‘বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে যমিনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।’[১]

তখনই বান্দা বুঝতে পারে আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন এমন সত্তা যাকে আমরা সকল কঠিন সময়ে ডাকতে পারি আর তিনিই তো সকল বিপদে আমাদের আশা-ভরসার স্থল। আর তখনই সে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করে। এভাবেই বান্দা নিজের প্রয়োজন, অভাব-অনটন, দারিদ্র্য অনুভব করার পাশাপাশি রবের অমুখাপেক্ষিতা, সক্ষমতা অনুধাবন করতে পারে। এ থেকেই আমরা দুআর হাকিকত এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

[১] সূরা নামল : ৬২।

দুআর প্রকার

দুআ মূলত দুই প্রকার

এক. দুআউল মাসআলা : দুনিয়া আখেরাতের সকল কল্যাণ কামনা করা এবং অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বস্তু থেকে মুক্তি চাওয়া এটাই হচ্ছে দুআউল মাসআলা। যেমন : আল্লাহর কাছে ক্ষমা, রহমত, হেদায়েত, তাওফিক, জান্নাত কামনা করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি কিংবা নিজের যেকোনো প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়ার জন্য চাওয়া ইত্যাদি।

দুই. দুআউল ইবাদাহ : যেকোনো প্রকার ইবাদতের নামই দুআউল ইবাদাহ। হতে পারে তা অন্তরের মাধ্যমে, যেমন : আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা। হতে পারে শরীরের মাধ্যমে, যেমন : নামায পড়া, রোযা রাখা, হজ্জ করা ইত্যাদি। হতে পারে তা মালের মাধ্যমে, যেমন : যাকাত দেওয়া, কুরবানি করা, নফল সদকা করা কিংবা যেকোনোভাবে আল্লাহর রাস্তায় নিজের মাল খরচ করা।

মোটকথা, সকল ধরনের ইবাদতই হচ্ছে দুআর দ্বিতীয় প্রকার। কারণ সব ধরনের ইবাদতই পরোক্ষভাবে দুআ ও সওয়াল। কেননা, বান্দা এই ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সওয়াব ও প্রতিদানের সওয়াল করে এবং তার ইবাদত কবুল হওয়ার কামনা করে; আর এমন সকল বস্তু কামনা করে যা আখেরাতে তার উপকারে আসবে। আর আল্লাহর কাছে সওয়াল করা ও চাওয়ার নামই তো দুআ।

দুআর গুরুত্ব ও ফযিলত

এক. দুআই ইবাদত

হাদিস : হযরত নুমান ইবনে বশির রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার ইরশাদ اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ সম্পর্কে বলেছেন, 'দুআই হচ্ছে ইবাদত। তারপর তিনি পাঠ করলেন—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ... إِلٰى قَوْلِهِ (دَاخِرِيْنَ ۞)

'তোমাদের প্রভু বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[১][২]

দুই. আল্লাহর কাছে দুআর চেয়ে সম্মানিত কিছু নেই

হাদিস : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিকট দুআর চেয়ে অধিক সম্মানিত কোনো বস্তু নেই।[৩]

তিন. দুআর জন্য হাত ওঠালে আল্লাহ তাআলা খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না

হাদিস : সালমান ফারসি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] সূরা মুমিন : ৬০।

[২] সুনানে আবু দাউদ : ১৪৭৯; সুনানে তিরমিযি : ২৯৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩২২৮ [হাদিসটি সহিহ] صححه الترمذي।

[৩] সুনানে তিরমিযি : ৩৩৭০; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮২৯; সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩/১৫২; মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৪৯০ [হাদিসটি হাসান]।

قَالَ الإمام الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وقال الحاكم: هذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، ووافقه الذهبي.

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা অত্যধিক লজ্জাশীল ও দাতা। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর দরবারে দু-হাত তুলে (প্রার্থনা করে) তখন তিনি তার হাত দু-খানা শূন্য ও বঞ্চিত করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।'[১]

চার. আল্লাহ তাআলা দানশীল, তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি তা দিয়ে দেন

হাদিস : হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! যাদের আমি হেদায়েত দিয়েছি তারা ব্যতীত তোমরা তো সবাই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা আমার নিকট হেদায়েতের আবেদন করো, আমি হেদায়েত দান করব। আর যাদের আমি ধনী করেছি তারা ব্যতীত তোমাদের সবাই তো দরিদ্র। তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি রিযিক দেবো। আর আমি যাদের মাফ করেছি তারা ব্যতীত তোমাদের সকলেই তো গুনাহগার। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ কথা জানে যে, আমি মাফ করার ক্ষমতা রাখি, তারপর সে ক্ষমা ভিক্ষা করে, আমি তার গুনাহ মাফ করে দিই। আমি এ ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপ করি না। তোমাদের পূর্বের ও পরের, জীবিত ও মৃত, সিক্ত ও শুষ্ক (সচ্ছল ও অসচ্ছল) সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সমপরিমাণও আমার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। আর তোমাদের আগের ও পরের, জীবিত ও মৃত, ভেজা ও শুষ্ক (সচ্ছল ও অসচ্ছল) সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সবচাইতে বড় পাপী বান্দার মতো হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সমপরিমাণও আমার রাজত্বের হানি ঘটবে না। আর যদি তোমাদের আগের ও পরের, জীবিত ও মৃত, ভেজা ও শুষ্ক সকলে একটি জায়গায় সমবেত হয় এবং প্রত্যেকেই তার পূর্ণ চাহিদামতো আমার নিকট প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের চাওয়া অনুযায়ী সবকিছু দিয়ে দিই, তাহলেও আমার রাজত্বের কিছুই কমবে না; তবে এতটুকু পরিমাণ যে, তোমাদের কেউ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তাতে একটি সুই ডুবিয়ে

[১] সুনানে আবু দাউদ : ১৪৮৮; সুনানে তিরমিযি : ৩৫৫৬; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮৬৫; সহিহ ইবনে হিব্বান : ৮৭৬; মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৫৩৫ [হাদিসটি সহিহ]।

قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وصححه الحاكم عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَوَافقه الذهبي.

তা তুলে নিলে সমুদ্রের পানি যতটুকু কমবে। কারণ আমি হলাম দাতা, দয়ালু ও মহান। আমি যা চাই তা-ই করি। আমার দান হলো আমার কথা আর আমার আযাব হলো আমার নির্দেশ। আমার ব্যাপার এই যে, আমি যখন কিছু ইচ্ছা করি তখন বলি, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়।[১]

পাঁচ. দুআর মাধ্যমেই তাকদিরের পরিবর্তন সম্ভব

ক. হযরত সালমান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুআ ব্যতীত অন্য কোনোকিছুই ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত অন্য কোনোকিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না।[২]

খ. সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুআ ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা তাকদির পরিবর্তন হয় না। কেবল সৎকর্মই আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে আর মানুষের অসৎকর্মই তাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করে।[৩]

ছয়. যে দুআ করে না সে সবচেয়ে কৃপণ ও দুর্বল

হাদিস : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, সবচেয়ে কৃপণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে সালামের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে আর সবচেয়ে দুর্বল হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে দুআর ক্ষেত্রে দুর্বল (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইরশাদ **أدعوني** 'আমাকে ডাকো' এটি শোনার পরও আল্লাহর কাছে চায় না)।[৪]

সাত. আল্লাহর কাছে দুআ না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন

হাদিস : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে লোক আল্লাহ তাআলার কাছে চায় না, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি নাখোশ হন।[৫]

---

[১] সহিহ মুসলিম : ২৫৮০; সুনানে তিরমিযি : ২৪৯৫।

[২] সুনানে তিরমিযি : ২১৩৯; আদ দুআ, তাবারানি, হাদিস-ক্রম : ৩০ [হাদিসটি হাসান] قَالَ الامام الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

[৩] মুসনাদে আহমদ : ৩৭/৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৯০; সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩/১৫৩; মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৪৯৩ [হাদিসটি হাসান]।

[৪] সহিহ ইবনে হিব্বান : ১০/৩৫০।

[৫] মুসনাদে আহমদ : ১৫/৪৩৮; সুনানে তিরমিযি : ৩৩৭৩; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮২৭; মুসতাদরাকে হাকিম : ৪৯১ [হাদিসটি আমলযোগ্য] قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ।

আট. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় দুআ করলে বিপদ-আপদে দুআ কবুল হয়

হাদিস : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে লোক বিপদ-আপদ ও সংকটের সময় আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভ করতে চায়, সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি পরিমাণে দুআ করে।[১]

নয়. আল্লাহর কাছে সুস্থতার দুআ করলে তা কবুল হয়

হাদিস : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগব্যাধিতে আক্রান্ত একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে দেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা কি আল্লাহর কাছে সুস্থতার কামনা করত না?[২]

দশ. যা দুআ করা হয় এর চেয়েও বেশি আল্লাহ দান করেন

হাদিস : হযরত আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান যদি আল্লাহর কাছে এমন কোনো বিষয়ে দুআ করে যাতে কোনো গুনাহ কিংবা আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদাচরণ না করার কোনো বিষয় থাকে না, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তিনটি বিষয়ের যেকোনো একটি দান করেন। হয়তো সে যে বিষয়ের দুআ করেছে হুবহু সেটাই দিয়ে দেন, অথবা তার ওপর থেকে অনুরূপ কোনো বিপদ দূর করে দেন, নতুবা তার জন্য অনুরূপ সওয়াব জমা করে রাখেন। সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা যদি বেশি করি (বেশি পরিমাণে দুআ করি)? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা (তোমাদের দুআর তুলনায়) বেশি (দাতা) [সুতরাং যত বেশি দুআ করবে ততই লাভবান হবে]।[৩]

---

[১] সুনানে তিরমিযি : ৩৩৮২; মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৫৪৪ [হাদিসটি হাসান]

قَالَ الإمام الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وقال الحاكم: حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِأَبِي صَالِحٍ، وَأَبُو عَامِرٍ الأَلْهَانِي أَظُنُّهُ الْهَوْزَنِيُّ وَهُوَ صَدُوقٌ، ووافقه الذهبي. أقول الحديث له طريقان، وبمجموع الطريقين يحسن الحديث

[২] মুসনাদে বাযযার : ১৩/১৯০ [নির্ভরযোগ্য]।

[৩] মুসনাদে আহমদ : ১৭/২১৩; মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৪৯৩ [নির্ভরযোগ্য] صححه الحاكم ووافقه الذهبي।

এগারো. শুধু দুআর মাধ্যমেই মুক্তি মিলবে

হাদিস : হযরত হুযাইফা রা. বলেন, মানুষের সামনে এমন সময় আসবে যখন শুধু ঐ ব্যক্তিই মুক্তি পাবে যে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় (অনুনয়-বিনয় করে) দুআ করবে।[১]

[১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১৫/৯১; والحديث إسناده صحيح موقوف وله حكم الرفع. قاله الشيخ محمد عوامه تعليقا على هذا الحديث।

দুআর আদব

এক. ইখলাসের সাথে সহিহ নিয়তে দুআ করা

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ۞

> 'সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাকো, তাঁর উদ্দেশে দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত করে; যদিও কাফিররা অপছন্দ করে।[১]

হাদিস : উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভ অথবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে যে জন্যে সে হিজরত করেছে।[২]

দুই. খুশু-খুযু ও অতি বিনয় এবং আদবের সাথে অন্তরে আল্লাহর ভয় নিয়ে দুআ করা

এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ

> 'তোমরা তোমাদের রবকে ডাকো অনুনয়-বিনয় করে ও চুপিসারে।'[৩]

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা আম্বিয়ায়ে কেরামের দুআর বর্ণনা দিয়ে

[১] সূরা গাফির : ১৪।
[২] সহিহ বুখারি : ১; সহিহ মুসলিম : ১৯১০ ।
[৩] সূরা আরাফ : ৫৫।

বলেন—

وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ وَرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ ۞

‘আর তারা আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী।’[১]

তাছাড়া এটি সাধারণ যুক্তিরও দাবি। কারণ দুনিয়ার কোনো বাদশাহর কাছে চাইতে গেলেই যখন আমরা ভীত হয়ে অতি বিনয় ও আদবের সাথে কিছু চাই, সেখানে আল্লাহর কাছে কীভাবে চাইতে হবে, সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ কথাটিই হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার রহ. বলেছেন। তিনি বলেন, ‘যদি কোনো বাদশাহর সামনে কোনো প্রয়োজন পেশ করার জন্য দাঁড়াতে, তাহলে অবশ্যই বিনয় অবলম্বন করা পছন্দ করতে।’[২]

তিন. নেক আমল বিশেষত দুই রাকাত নামায পড়ে দুআ করা

হাদিস : হযরত আবু বকর রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি যদি গুনাহ করে ফেলে, তারপর উঠে ওযু করে নামায আদায় করে আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।[৩]

চার. পবিত্রতা ও ওযুর সাথে দুআ করা

ক. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার পানি আনিয়ে ওযু করলেন। তারপর উভয় হাত তুলে দুআ করলেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি আবু আমরকে মাফ করে দিন।’ আমি তখন তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। আরও দুআ করলেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি তাকে কিয়ামতের দিন আপনার সৃষ্ট অধিকাংশ লোকের ওপর স্থান দান করুন।’[৪]

[১] সূরা আম্বিয়া : ৯০।
[২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১৭/৪৯০।
[৩] মুসনাদে আহমদ : ১/১৭৯; সুনানে তিরমিযি : ৪০৬; সহিহ ইবনে হিব্বান : ২/৩৮৯ [হাদিসটি সহিহ] قال الإمام الترمذي حديث عليى حديث حسن. أقول: وحسنه أيضا ابن عدي في ترجمة أسماء بن الحكم
[৪] সহিহ বুখারি : ৬৩৮৩; সহিহ মুসলিম : ২৪৯৮।

খ. উসমান ইবনে হুনাইফ রা. থেকে বর্ণিত, এক অন্ধ ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর নবী, আমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করুন যেন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। তিনি বললেন, তুমি চাইলে আমি দুআ করব; আর তুমি ইচ্ছা করলে ধৈর্যধারণ করতে পারো, সেটা হবে তোমার জন্য উত্তম। সে বলল, দুআ করুন।' বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে উত্তমভাবে ওযু করার নির্দেশ দিলেন এবং এই দুআ করতে বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনার নিকট আমি প্রার্থনা করি এবং আপনার প্রতি মনোনিবেশ করি আপনার নবী, দয়ার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (দুআর) মাধ্যমে। আমি আমার এই প্রয়োজনে আপনার (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) মাধ্যমে আমার প্রভুর দিকে ধাবিত হলাম, যাতে আমার এ প্রয়োজন পূরণ করে দেয়া হয়। হে আল্লাহ, আমার প্রসঙ্গে আপনি তাঁর সুপারিশ কবুল করুন।'[১]

পাঁচ. কেবলামুখী হয়ে দুআ করা

দুআ করার সময় কেবলামুখী হয়ে বসা এবং কেবলামুখী দুআ করা একটি আদব। হাদিসে কেবলামুখী হয়ে দুআ করার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন সময় নবীজি দুআর জন্য কেবলামুখী হয়ে বসেছেন। এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ

'নিশ্চয়ই প্রত্যেক জিনিসের নেতা রয়েছে। আর বসার নেতা কেবলামুখী হয়ে বসা।'[২]

তাছাড়া কেবলামুখী হয়ে দুআ করার কথা সুস্পষ্টভাবে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

ক. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ আনসারি রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু

[১] মুসনাদে আহমদ : ২৮/৪৭৮; সুনানে তিরমিযি : ৩৫৭৮; সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৩৮৫; মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৩১৩।

قَالَ الإمام الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، صححه الحاكم عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، ووافقه الذهبي

[২] আল মুজামুল আওসাত : ২৩৫৪; حسن إسناده السخاوي في المقاصد الحسنة: صفحة ٧٦-٧٧ ।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসতেসকার দুআর উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন দুআ করার ইচ্ছা করলেন কেবলামুখী হলেন।[১]

খ. হযরত ইবরাহিম আ. ইসমাইল আ. ও হাজেরা আ.-কে মক্কায় রেখে যাওয়া সংক্রান্ত ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদিসে এসেছে, 'চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছে না, তখন তিনি কাবাঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর দু-হাত তুলে এ দুআ করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কিছু লোককে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় রেখে এসেছি...।"[২]

ছয়. হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে দুআ করা

ক. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার পানি আনিয়ে ওযু করলেন। তারপর উভয় হাত তুলে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি উবায়দ আবু আমরকে মাফ করে দিন।' আমি তখন তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখলাম। আরও দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি তাকে কিয়ামতের দিন আপনার সৃষ্ট অধিকাংশ অনেক লোকের ওপর স্থান দান করুন।'[৩]

খ. হযরত আনাস রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুআয় হাত উঠাতে দেখেছি।[৪]

গ. সালমান ফারসি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা অত্যধিক লজ্জাশীল ও দাতা। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর দরবারে দুই হাত উঠায়, (প্রার্থনা করে) তখন তিনি হাত দু-খানা শূন্য ও বঞ্চিত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।[৫]

---

[১] সহিহ বুখারি : ১০২৫; সহিহ মুসলিম : ৮৯৪।

[২] দেখুন : সহিহ বুখারি : ৩৩৬৪।

[৩] সহিহ বুখারি : ৬৩৮৩; সহিহ মুসলিম : ২৪৯৮।

[৪] সহিহ মুসলিম : ৮৯৫।

[৫] সুনানে আবু দাউদ : ১৪৮৮; সুনানে তিরমিযি : ৩৫৫৬; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮৬৫; সহিহ ইবনে হিব্বান : ৮৭৬; মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৫৩৫ [হাদিসটি সহিহ]

قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، صححه الحاكم عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، ووافقه الذهبي.

দুআয় হাত উঠানো সংক্রান্ত হাদিস অনেক। সব মিলে 'তাওয়াতুরে মা'নবী' এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তবে কোনো কোনো হাদিস থেকে বোঝা যায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইসতেসকা' ব্যতীত কোনো দুআতেই হাত উঠাতেন না। যেমন : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'ইসতেসকা' ব্যতীত কোনো দুআয় হাত উঠাতে দেখিনি। ইসতেসকার দুআয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এত বেশি) হাত উঠাতেন যে, তাঁর বগলের নিচের শুভ্রতা দেখা যেত।[১]

এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআয় হাত উঠাতেন এটাই সঠিক কথা। আর যে হাদিসে না হাত উঠানোর কথা এসেছে এর অর্থ হচ্ছে 'ইসতেসকা' এর দুআয় যেমন অনেক বেশি হাত উঠাতেন যে তাঁর বগলের নিচের শুভ্রতা দেখা যেত, অন্যান্য সাধারণ দুআয় এত বেশি হাত উঠাতেন না।[২]

আকাশের দিকে হাত উঠানোর হেকমত

আকাশের দিকে হাত উঠানোর হেকমত প্রসঙ্গে তুরতুশি রহ. তার আদ-দুআউল মাছুর ওয়া আদাবুহু গ্রন্থে (৫৭-৫৫) বলেন, আকাশ যেহেতু রিযিক ও ওহি অবতরণের স্থান, রহমত ও বরকতের স্থান। কেননা আকাশ থেকেই যমিনে বৃষ্টি নেমে আসে, এরপর যমিন নানাবিধ উদ্ভিদ বের করে। আর এই আকাশই আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতাদের আবাসস্থল। তাই আল্লাহ তাআলা যখনই কোনো ফয়সালা করেন, তাদের কাছে তা পৌঁছান অতঃপর তারা যমিনবাসীর কাছে তা পৌঁছায়। একইভাবে আকাশে মানুষের আমল উঠানো হয়, আবার সেখানে অসংখ্য নবীও রয়েছেন, জান্নাতও সেখানেই, যা সকল আকাঙ্ক্ষার শেষ আকাঙ্ক্ষা; তাই আকাশ এসকল বড় বড় বিষয়ের কেন্দ্রস্থল হওয়ার কারণে চিন্তা সেদিকেই যায়।[৩]

সাত. দুআর সময় হাতের তালু উপরের দিকে রাখা

হাদিস : মালেক ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] সহিহ বুখারি : ১০৩১।
[২] বিস্তারিত দেখুন : ফাতহুল বারি, হাদিস-ক্রম : ১০৩১; ফাতহুল মুলহিম : ৫/৭২৮।
[৩] বিস্তারিত দেখুন : ছালাছু রাসাইল ফি ইসতিহবাবিদ দুআ, পৃ. ৬২।

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা হাতের পৃষ্ঠের দ্বারা নয়, বরং হাতের তালুর দ্বারা আল্লাহর কাছে চাইবে।'[১]

আট. দাঁড়িয়ে দুআ না করা

হাদিস : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুআ কোরো না যেমনিভাবে ইহুদিরা তাদের গির্জায় করে থাকে।'[২]

নয়. মাছুর তথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত দুআকেই প্রাধান্য দেওয়া

এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।'[৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তোমরা তাঁর অনুসরণ করো, আশা করা যায়, তোমরা হেদায়েত লাভ করবে।'

এ-জাতীয় আয়াত থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, সবকিছুতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা উচিত। সুতরাং যেসকল বিষয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুআ বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ের দুআ করার সময় মাছুর তথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত দুআগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। সাহাবায়ে কেরামও তাদের দুআয় নবীজিকে অনুসরণ করতেন।

ক. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় এ দুআ পাঠ করতেন—

[১] সুনানে আবু দাউদ : ১৪৮৬ [হাদিসটি হাসান]।
[২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১৫/৩৩৮।
[৩] সূরা আলে ইমরান : ৩১।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিকতা ও অনুভূতি প্রকাশমূলক বিবিধ দুআ ও আযকার

সালামের ফযিলত

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوْهَا ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۞

‘আর যখন তোমাদের সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে। অথবা জবাবে তা-ই দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ হিসাবকারী।’[১]

হাদিস : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না মুমিন হও। আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন বিষয় অবহিত করব না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তা হলো, তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাবে।[২]

[১] সূরা নিসা : ৮৬।

[২] সহিহ মুসলিম : ৫৬; সুনানে আবু দাউদ : ৫১৯৩; সুনানে তিরমিযি : ২৬৮৮; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৬৮।

সালামের বাক্য

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

সালামের উত্তর

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

এক. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন, যাও, ঐ ফেরেশতা-দলের প্রতি সালাম করো এবং তাঁরা তোমার সালামের জওয়াব কীভাবে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ সেটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। আদম আ. তাদের বললেন, السلام عليكم উত্তরে ফেরেশতামণ্ডলী বললেন, السلام عليك ورحمة الله ফেরেশতারা সালামের জওয়াবে ورحمة الله শব্দটি বাড়িয়ে বললেন।[১]

দুই. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, এক লোক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, السلام عليكم। তিনি তার জবাব দিলেন। লোকটি বসল। তিনি বললেন, দশ নেকি! এরপর আরেকজন এসে বলল, السلام عليكم ورحمة الله। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুরূপ জবাব দিলেন। লোকটি বসল। তিনি বললেন, বিশ নেকি! অতঃপর আরেকজন এসে বলল, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারও জবাব দিলেন। লোকটি বসল। তিনি বললেন, ত্রিশ নেকি।[২]

[১] সহিহ বুখারি : ৩৩২৬; সহিহ মুসলিম : ২৮৪৪।

[২] সুনানে আবু দাউদ : ৫১৯৫; সুনানে তিরমিযি : ২৬৮৯ [হাদিসটি সহিহ]
قَالَ الإمام الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

কেউ সালাম পাঠালে উত্তরে বলবে

عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

এক. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁকে বললেন, জিবরিল আ. তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, وعليه السلام...। আল্লাহ রাসুল! আমরা যা দেখি না, তা আপনি দেখেন।[১]

দুই. গালিব রহ. থেকে বর্ণিত, আমরা হাসান রা.-এর বাড়ির দরজায় বসে ছিলাম। এ সময় একলোক এসে বলল, আমার পিতা আমার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা বলেন, আমাকে আমার পিতা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠালেন। তিনি বললেন, তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম জানাবে। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট পৌঁছে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বললেন, عليك السلام وعلى أبيك السلام।[২]

মুসাফাহার দুআ

اَلْحَمْدُ للهِ يَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكَ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তায়ালা আমাকে ও তোমাকে ক্ষমা করে দিন।

অথবা বলবে

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ

অর্থ : আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে ক্ষমা করে দিক।

হাদিস : বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুইজন মুসলিম পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে

[১] সহিহ বুখারি : ৬২৫৩; সহিহ মুসলিম : ২৪৪৭।
[২] সুনানে আবু দাউদ : ৫২৩১; মুসনাদে আহমদ : ৩৮/১৯১ [আমলযোগ্য]।

আল্লাহর প্রশংসা করলে এবং ক্ষমা চাইলে আল্লাহ উভয়কে ক্ষমা করে দেন।[১]

মুআনাকার কোনো দুআ কি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে?

আমরা সাধারণত পরস্পর মুআনাকা করলে বলি, اَللّٰهُمَّ زِدْ مُحَبَّتِيْ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ; কিন্তু কোনো হাদিসেই মুআনাকার বিশেষ কোনো দুআ বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া মুআনাকার আম কোনো রীতিও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ছিল না। এ কারণেই ফকিহদের মধ্যে মুআনাকা মাকরুহ হবে কি না, এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। যদিও সঠিক মত হচ্ছে, আগন্তুকের সাথে মুআনাকা করা বৈধ; মাকরুহ নয়। যাইহোক মুআনাকার বিশেষ কোনো দুআ হাদিসে বর্ণিত হয়নি। অনুসন্ধানী পাঠকদের কাছে আবেদন, আমি এ ব্যাপারে অনেক অনুসন্ধান করেও কিছু পাইনি। যদি এ ব্যাপারে কেউ নতুন কিছু পেয়ে থাকেন তাহলে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

হাঁচি দিলে পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অথবা পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

অথবা পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى

অর্থ : আল্লাহর জন্য অশেষ প্রশংসা, পবিত্র প্রশংসা, বরকতময় প্রশংসা (এবং প্রশংসাকারীর জন্যও) যেমনিভাবে আমাদের প্রতিপালক ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন।

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৫২১১; সুনানে কুবরা, নাসায়ি : ৭/৯৮ [সনদ নির্ভরযোগ্য]।

হাঁচিদাতার জবাবে শ্রোতা পড়বে,

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

অর্থ : আল্লাহ তোমার ওপর দয়া করুন।

হাঁচিদাতা তার প্রত্যুত্তরে পড়বে,

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের সঠিক পথ দেখান এবং তোমাদের সংশোধন করুন।

ক. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি হাঁচি দেয়, তখন সে যেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে। আর শ্রোতা যেন এর জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে। আর যখন সে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলবে, তখন হাঁচিদাতা তাকে বলবে, يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ।[১]

খ. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ হাঁচি দেয় তাহলে সে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ আর তার ভাই অথবা সাথি বলবে, يَرْحَمُكَ اللّٰهُ। আর হাঁচিদাতা বলবে, يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ।[২]

খ. রেফাআ রা. বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করছিলাম। হঠাৎ আমার হাঁচি বের হলো। আমি বললাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا...। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করে ফিরে বসলেন তখন প্রশ্ন করলেন, নামাযের মধ্যে কে কথা বলেছে? কেউ কোনো সাড়াশব্দ করল না। তিনি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন, নামাযের মধ্যে কে কথা বলেছে? এবারও কেউ কোনো কথা বলল না। তিনি তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন, নামাযের মধ্যে কে কথা বলেছে? রেফাআ রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি কথা বলেছি। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কীভাবে বললে? তিনি বললেন, আমি বলেছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا...। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[১] সহিহ বুখারি : ৬২২৪; সুনানে আবু দাউদ : ৫০৩৩।
[২] সুনানে আবু দাউদ : ৫০৩৩ [সনদ সহিহ]।

বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি দেখেছি ত্রিশের অধিক ফেরেশতা তাড়াহুড়া করছে, কে কার আগে এটি নিয়ে ওপরে উঠবে এজন্য।[১]

এটা ঐ সময়ের ঘটনা যখন নামাযে কথা বলা বৈধ ছিল। এখন কারো জন্যই নামাযে এরূপ করা ঠিক হবে না। অবশ্য নামাযের বাইরে কেউ হাঁচি দিলে এভাবে বলতে পারে।

অমুসলিমের হাঁচির জবাবে পড়বে

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

হাদিস : আবু বুরদাহ রা. তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করে যে, ইয়াহুদিরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এই আশায় ইচ্ছাকৃতভাবেই হাঁচি দিত যে, তিনি তাদের হাঁচির জবাবে يرحمكم الله বলবেন। কিন্তু তিনি বলতেন, يهديكم الله ويصلح بالكم।[২]

কারো ঘরে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি প্রার্থনা করা আবশ্যকীয়

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞

‘হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে প্রবেশ কোরো না যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদের সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।’[৩]

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৭৭৩; সুনানে তিরমিযি : ৪০৪; সুনানে নাসায়ি : ৯৩১ [হাদিসটি হাসান] قَالَ الإمام الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ

[২] সুনানে আবু দাউদ : ৫০৩৮; সুনানে তিরমিযি : ২৭৩৯ قَالَ الإمام الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

[৩] সূরা নুর : ২৭।

অনুমতি প্রার্থনার সময় বলবে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ

অর্থ : আসসালামু আলাইকুম। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?

হাদিস : রিবয়ি রা. বলেন, বনি আমিরের এক লোক আমাকে বলেছেন, তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনুমতি চেয়ে বলেছিলেন, আমি কি আসব? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খাদেমকে বললেন, তুমি বের হয়ে তার নিকট গিয়ে তাকে অনুমতি নেয়ার নিয়ম শিখিয়ে দাও। তুমি তাকে বলো সে যেন বলে, السلام عليكم أأدخل? লোকটি এ কথা শুনে বলল, السلام عليكم أأدخل। আমি কি ভেতরে আসতে পারি? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে ভেতরে প্রবেশ করল।[১]

হাদিস : কালাদাহ ইবনে হাম্বল রা. থেকে বর্ণিত, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা রা. তাকে কিছু দুধ, ছানা ও তরকারিসহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠান। সে সময়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপত্যকার ওপরে অবস্থান করছিলেন। তিনি (কালাদাহ) বলেন, আমি অনুমতিও চাইলাম না, সালামও করলাম না; বরং এমনি তাঁর নিকট চলে গেলাম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'তুমি ফিরে গিয়ে বলো, السلام عليكم أأدخل? (তারপর আমার নিকট এসো)।'[২]

আগন্তুক ব্যক্তিকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে

مَرْحَبًا

অর্থ : স্বাগতম

ক. রবিয়া গোত্রের লোকেরা নবিজির কাছে এলে তিনি বললেন, مرحبا।[৩]

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৫১৭৭ [হাদিসটি সহিহ]।
[২] সুনানে তিরমিযি : ২৭১০ قَالَ الإمام الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
[৩] সহিহ বুখারি : ৮৭; সহিহ মুসলিম : ১৯।

খ. উম্মে হানি বিনতে আবু তালেব নবিজির কাছে এলে তিনি বললেন, مرحبا।[১]

কাউকে হাসতে দেখলে যে দুআ পড়বে

أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ

অর্থ : আল্লাহ আপনার মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখুন।

এক. সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন, একদিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর নিকট কুরাইশের কয়েকজন মহিলা বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন এবং তাদের আওয়াজ নবিজির আওয়াজের চেয়ে উচ্চ ছিল। যখন উমর রা. অনুমিত চাইলেন, তখন তাঁরা জলদি পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি দেয়ার পর যখন তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসছিলেন। উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, أضحك الله سنك।[২]

দুই. আব্বাস ইবনে মিরদাস রা. থেকে বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন। তখন আবু বকর বা উমর রা. তাঁকে বললেন, أضحك الله سنك।[৩]

কেউ হাদিয়া দিলে তার জন্য যে দুআ করবে

بَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ

অর্থ : আল্লাহ পাক তোমাদের মাঝে বরকত দিন।

পরের হাদিস দ্রষ্টব্য

[১] সহিহ বুখারি : ৩৫৭; সহিহ মুসলিম : ৩৩৬।
[২] সহিহ বুখারি : ৬০৮৫; সহিহ মুসলিম : ২৩৯৬।
[৩] সুনানে আবু দাউদ : ৫২৩৪; [সনদ দুর্বল]।

হাদিয়াপ্রাপ্ত ব্যক্তির দুআর জবাবে হাদিয়াদাতা বলবে/কেউ বারাকাল্লাহ বললে তাঁর উত্তরে যে দুআ পড়বে

وَفِيْكُمْ/وَفِيْكَ بَارَكَ اللهُ

অর্থ : আল্লাহ পাক তোমাদের/তোমার মাঝে বরকত দান করুন।

হাদিস : আয়েশা রা.-কে একটি বকরি হাদিয়া দেয়া হলে তিনি তা বণ্টন করার নির্দেশ দিলেন। খাদেম যখন গোশত বণ্টন করে এল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কী বলল? খাদেম বলল, তারা বলেছে, بارك الله فيكم। তখন হযরত আয়েশা রা. বললেন, وفيهم بارك الله। তিনি বলেন, তাদের জবাবে আমরা তাদের মতোই বলব আর আমাদের (হাদিয়ার) সওয়াব বাকি থাকবে।[১]

কারো প্রশংসা করা হলে প্রশংসিত ব্যক্তি যে দুআর মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাবে

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ أَعْلَمُ بِيْ مِنْ نَفْسِيْ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِيْ مِنَ النَّاسِ
اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ
وَاجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার অন্তরে কী আছে আপনি এ সম্পর্কে অবগত আর আমি আমার অন্তরে কী আছে এ সম্পর্কে অন্যান্য মানুষের চেয়ে বেশি অবগত। হে আল্লাহ, মানুষের কথার কারণে আমাকে পাকড়াও করবেন না। আর আমার ঐসকল বিষয় (অপরাধ) ক্ষমা করে দিন যা তারা জানে না। আর আমার সম্পর্কে তারা যে ধারণা করে আমাকে এর চেয়েও বেশি উত্তম বানিয়ে দিন।

হাদিস : জনৈক সাহাবি কেউ তাঁর প্রশংসা করতে শুনলে বলতেন, اللهم لا تؤاخذني...।[২]

---

[১] সুনানে কুবরা, নাসায়ি : ১০০৬২; আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ : ২৭৮ [হাদিসটির সনদ হাসান]।

[২] আয-যুহদ, হাদিস-ক্রম : ১১৪১; আল আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-ক্রম : ৭৬১; শুআবুল ঈমান, হাদিস ৪৬৫৪-৪৬৬৫; উসদুল গাবাহ, ইবনুল আসির : ৩/৩২

= الإسناد صحيح وبعض لفظها زيادة بعض السلف وهذه الزيادة للبيهقي في شعب

খাদিমের জন্য যেভাবে দুআ করবে

اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ

অর্থ : হে আল্লাহ, তার মাল ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দিন এবং আপনি তাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন।

হাদিস : হযরত আনাস রা. বলেন, আমার মা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এই আপনার খাদিম আনাস। তার জন্য দুআ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, اللهم أكثر ماله... ।[১]

কারো অনুগ্রহের প্রত্যুত্তরে যে দুআ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

অর্থ : তোমাকে আল্লাহ তাআলা কল্যাণকর প্রতিদান দিন।

হাদিস : উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কাউকে অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, جَزَاكَ الله خيرا তাহলে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল।[২]

কেউ কোনো প্রয়োজন পূরণ করে দিলে তার জন্য যেভাবে দুআ করবে

اَللّٰهُمَّ جَمِّلْهُ، وَأَدِمْ جَمَالَهُ

অর্থ : হে আল্লাহ, তাকে সুন্দর বানিয়ে দিন এবং তাঁর সৌন্দর্য স্থায়ী করুন।

হাদিস : আবু যায়েদ আনসারি. রা বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি চাইলেন, আমি একটি পানির পাত্র নিয়ে আসলাম। এতে একটি

= الإيمان وجميع هذه الألفاظ موجود في أسد الغابة برواية أبي بكر رضـ موقوفا

[১] সহিহ বুখারি : ৬৩৪৪; সহিহ মুসলিম : ২৪৮১।

[২] সুনানে তিরমিযি : ২০৩৫; সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩৪১৩ قَالَ الإمام الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ

চুল/পশম ছিল। আমি সেটা উঠালাম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে তাকালেন। এরপর বললেন, اللهم جمله। বর্ণনাকারী আযরাহ রহ. বলেন, ঐ সাহাবি (নবিজির দুআর বরকতে) তিরানব্বই বছর জীবিত ছিলেন; অথচ তাঁর মাথার মাত্র কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল। [১]

কেউ কাঁটা কিংবা ময়লা দূর করে দিলে তার জন্য যে দুআ করবে

صَرَفَ اللهُ عَنْكَ السُّوْءَ/ صَرَفَ اللهُ عَنَّا السُّوْءَ

অর্থ : আল্লাহ তোমার/আমাদের থেকে মন্দ দূর করে দিন।

হাদিস : হযরত উমর রা. কোনো লোকের দাড়ি অথবা মাথা থেকে কোনো বস্তু দূর করলেন। লোকটি বলল, صرف الله عنك। হযরত উমর রা. প্রত্যুত্তরে বললেন, صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا।[২]

নজর বা কুদৃষ্টি না লাগার দুআ

এক.

مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

অর্থ : মাশাআল্লাহ! আল্লাহর তাওফিক ছাড়া কোনো শক্তি নেই।

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন তুমি বললে না : ماشاء الله...।[৩]

---

[১] মুসনাদে আহমদ : ৩৪/৩৩৩; সুনানে তিরমিযি : ৩৬২৯; সহিহ ইবনে হিব্বান : ১৬/১৩২; মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/১৩৬ [হাদিসটি হাসান]

قَالَ الإمام الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.أقول: المذكور لفظ أحمد وأما لفظ ابن حبان والمستدرك فكما يلي: أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: «ادْنُ مِنِّي» ، قَالَ: فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ، وَأَدِمْ جَمَالَهُ»، قَالَ: فَلَقَدْ بَلَغَ بِضْعًا وَمِائَةَ سَنَةٍ وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَيَاضٌ، إِلَّا نَبْذٌ يَسِيرٌ، وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ، وَلَمْ يَنْقَبِضْ وَجْهُهُ حَتَّى مَاتَ

[২] আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ : ২৮৩ [সনদ গ্রহণযোগ্য]।

[৩] সূরা কাহাফ : ৩৯।

হাদিস : হযরত আনাস রা. বলেন, কেউ যদি মুগ্ধকর কিছু দেখে বলে, ما شاء الله لا قوة إلا بالله তাহলে ঐ বস্তুর কোনো ক্ষতি হবে না।[১]

দুই.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যার করুণায় নেককাজসমূহ পূর্ণতা লাভ করে।

হাদিস : আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন, الحمد لله بنعمته... আর অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন, الحمد لله على كل حال (সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।[২]

তিন.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ/بَارَكَ اللهُ فِيْهِ

অর্থ : হে আল্লাহ, এতে বরকত দান করুন।

ক. আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ রা.-এর ওপর নজর লাগা সংক্রান্ত দীর্ঘ একটি হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমির রা.-কে বলেছেন, তুমি بارك الله বললে না কেন? বদনজর (কুদৃষ্টি) তো সত্য।[৩]

---

[১] মুসনাদে বাযযার : ১৩/৫০৭ ; শুআবুল ঈমান, বাইহাকি : ৪৩৭০; আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নি : ২০৭ [হাদিসটি আমলযোগ্য]

أقول في الإسناد أبو بكر الهزلي، وهو ضعيف لكن للخبر طريق أخر ضعيف أيضا في أوسط الطبراني ١٦٢٤ وشعب الإيمان للبيهقي ٩٦٣٤

[২] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮০৩; মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৪৯৯

صححه الحاكم وجود اسناده النووي في الأذكار ص٣٧٢ وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة

[৩] মুয়াত্তা মালেক : ২/৫২৫; মুসনাদে আহমদ : ২৫/৩৫৫; আমালুল ইয়াউমি, নাসায়ি : ২০৯; মুসতাদরাকে হাকিম : ৩/৪১১ [হাদিসটি সহিহ]।

খ. উপর্যুক্ত ঘটনা সংক্রান্ত আরেকটি হাদিসে আছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কেউ যখন তার নিজের কিংবা তার মালের কিংবা তার ভাইয়ের পছন্দনীয় কিছু দেখতে পায়, সে যেন বরকতের দুআ করে। কেননা বদনজর (কুদৃষ্টি) সত্য।'[১]

অপছন্দনীয় বা অপ্রীতিকর কিছু দেখলে পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

অর্থ : সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

কিন্তু কোনোক্রমেই এভাবে বলবে না যে, যদি এমন করতাম তাহলে এমন হতো না। এভাবে 'লাও' অর্থাৎ যদি দিয়ে কোনো কথা বলবে না।

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ, তোমরা তাদের মতো হোয়ো না যারা কুফরি করেছে এবং তাদের ভাইদের বলেছেড় যখন তারা যমিনে সফরে বের হয়েছিল অথবা তারা ছিল যোদ্ধা (অতঃপর নিহত হয়েছিল)—'যদি তারা আমাদের কাছে থাকত, তবে মারা যেত না এবং তাদের হত্যা করা হতো না।"[২]

হাদিস : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো এবং আল্লাহর সাহায্য চাও এবং কখনো অক্ষমতা প্রকাশ কোরো না। তোমার কোনো ক্ষতি হলে বোলো না, যদি আমি এভাবে করতাম; বরং তুমি বলো, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চান তা-ই করেন। কেননা "লাও" (যদি) শব্দটি শয়তানের তৎপরতার দ্বার খুলে দেয়।'[৩]

---

[১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১২/১০১; মুসনাদে আহমদ : ২৪/৪৬৬; মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/২১৫-২১৬; আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ : ২০৬ [হাদিসটি সহিহ] صححه الحاكم، وافقه الذهبي

[২] সূরা আলে ইমরান : ১৫৬।

[৩] সহিহ মুসলিম : ২৬৬৭; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৭৯।

অন্যের জন্য যেভাবে বরকতের দুআ করবে

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ

অর্থ : আল্লাহ আপনার পরিবারে এবং সম্পদে বরকত দান করুন।

হাদিস : আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বলেন, যখন মুহাজিরগণ মদিনায় আগমন করলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও সাদ ইবনে রাবি রা.-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করে দিলেন। তখন তিনি (সাদ রা.) আবদুর রহমান রা.-কে বললেন, আনসারদের মধ্যে আমিই সব থেকে বেশি সম্পদের অধিকারী। আপনি আমার সম্পদকে দুভাগ করে নিন। আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে, আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দেবো। ইদ্দত শেষে আপনি তাকে বিয়ে করে নেবেন। আবদুর রহমান রা. বললেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ।[১]

সুসংবাদ শুনে যেভাবে শোকরিয়া আদায় করবে

এক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ : বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

ক. ইফক অর্থাৎ হযরত আয়েশা রা.-কে অপবাদ দেওয়া সংক্রান্ত হাদিসে এসেছে, যখন আল্লাহ তাআলা হযরত আয়েশা রা.-এর পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত অবতীর্ণ করলেন তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রা.-কে বললেন, হে আয়েশা, আল্লাহর প্রশংসা করো। কেননা তিনি তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন।'[২]

খ. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[১] সহিহ বুখারি : ৩৭৮০।
[২] সহিহ বুখারি : ২৬৬১; সহিহ মুসলিম : ২৭৭০।

বলেছেন, আল্লাহ কোনো বান্দাকে যখন যে নিয়ামতই দান করেন, তাতে সে যদি বলে, 'আলহামদু লিল্লাহ' তবে তা (ঐ প্রশংসার সওয়াব ও প্রতিদান) তার জন্য প্রদত্ত জিনিসের চেয়ে উত্তম হবে।[১]

রোগী কিংবা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখার পর যে দুআ পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি তোমাকে যে ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর আমাকে সম্মান দান করেছেন।

হাদিস : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে লোক কোনো রোগাক্রান্ত বা বিপদগ্রস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করে বলে, الحمد لله الذي... সে উক্ত ব্যাধিতে কখনো আক্রান্ত হবে না।[২]

অমুসলিম কেউ দুআ চাইলে তার জন্য যেভাবে দুআ করবে

كَثَّرَ اللّٰهُ مَالَكَ وَوَلَدَكَ، وَأَصَحَّ جِسْمَكَ، وَأَطَالَ عُمْرَكَ

অর্থ : আল্লাহ তোমার মাল ও সন্তানে বরকত দান করুন, তোমার শরীর সুস্থ রাখুন এবং তোমার বয়স বৃদ্ধি করুন।

হাদিস : ইবরাহিম নাখায়ি রহ. থেকে বর্ণিত, এক ইহুদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার জন্য দুআ করুন! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, كثر الله مالك...।[৩]

---

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮০৫; আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নি : ৩৫৭; আদ দুআ, হাদিস-ক্রম : ১৭২৭ [হাদিসটির সনদ হাসান] قال في زوائد ابن ماجه: اسناد حسن

[২] সুনানে তিরমিযি : ৩৪৩২ [হাদিসটি হাসান]

قَالَ الإمام الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

[৩] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১৩/২২০ [সনদ সহিহ]

الإسناد إلى إبراهيم صحيح والخبر مرسل، ومراسيل إبراهيم معروفة بالصحة

ঋণদাতার জন্য যে দুআ করবে

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তোমার ঘরে এবং মালে বরকত দান করুন।

হাদিস : আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবিয়া রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট হতে চল্লিশ হাজার দিরহাম কর্জ নিয়েছিলেন। এরপর তাঁর নিকট মাল এলে তিনি তা আদায় করলেন এবং বলেন, بارك الله... । কর্জের বিনিময় তো এই যে, লোক কর্জদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তা আদায় করবে।[১]

ঋণ আদায়কারীর জন্য যে দুআ করবে

أَوْفَيْتَنِيْ أَوْفَى اللّٰهُ بِكَ

অর্থ : আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন। আল্লাহ আপনাকেও পুরোপুরি প্রতিদান দিন।

হাদিস : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোনো এক ব্যক্তির একটি বিশেষ বয়সের উট পাওনা ছিল। সে পাওনার উসুলের জন্য এলে তিনি সাহাবিদের বললেন, তার পাওনা দিয়ে দাও। তাঁরা সে উটের সমবয়সী উট অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেলেন না। অবশ্য তা থেকে বেশি বয়সের উট পেলেন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা-ই দিয়ে দাও। তখন লোকটি বলল, أوفيتني... । নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে পরিশোধ করার বেলায় উদার সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।[২]

আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতকারীর জন্য যেভাবে দুআ করবে

أَحَبَّكَ اللّٰهُ الَّذِيْ أَحْبَبْتَنِيْ لَهُ

[১] সুনানে নাসায়ি : ৪৬৮৩; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৪২৪; মুসনাদে আহমদ : ২৬/৩৩৬ [হাদিসটি সহিহ]।

[২] সহিহ বুখারি : ২৩০৫

অর্থ : যাঁর (আল্লাহ) উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন তিনিও আপনাকে ভালোবাসুন।

হাদিস : আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, এক লোক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিল। এ সময় অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। উপস্থিত লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি অবশ্যই ঐ লোকটিকে ভালোবাসি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি তাকে তোমার ভালোবাসার কথা জানিয়েছ? সে বলল, না। নবীজি বললেন, তুমি তাকে জানিয়ে দাও। তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। সে বলল, أحبك الله...।[১]

নতুন কাপড় পরিধানকারীর জন্য যেভাবে দুআ করবে

এক.

اِلْبَسْ جَدِيْدًا، وَعِشْ حَمِيْدًا، وَمُتْ شَهِيْدًا

অর্থ : তুমি নতুন কাপড় পরো এবং প্রশংসিত জীবনযাপন করো আর শহিদি মৃত্যুবরণ করো।

হাদিস : ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর রা.-এর পরনে একটি সাদা জামা দেখে বলেন, তোমার এ কাপড় ধোয়া নাকি নতুন? তিনি বলেন, না, বরং ধৌত করা। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, إلبس جديدا।[২]

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৫১২৫; মুসনাদে আহমদ : ১৯/৪১৮; সহিহ ইবনে হিব্বান : ২/৩৩১; মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/১৭১ [হাদিসটি সহিহ]

صححه الحاكم ووافقه الذهبي

[২] মুসনাদে আহমদ : ৯/৪৪১; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১২/৫৭২; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৫৫৮; সহিহ ইবনে হিব্বান : ১৫/৩২০, হাদিস-ক্রম : ৬৮৯৭ [হাদিসটি হাসান]

صححه ابن حبان والبوصري وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار

দুই.

تُبْلِىْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى

অর্থ : এ কাপড় যেন তোমার দ্বারা পুরাতন হয় এবং মহান আল্লাহ যেন এর পরে তোমায় আরো কাপড় পরান।

হাদিস : আবু নাদরাহ রহ. বলেন, সাহাবিদের কেউ নতুন কাপড় পরলে তাকে বলা হতো ...تبلى।[১]

তিন.

পুরুষ হলে বলবে,

أَبْلِ وَأَخْلِقْ ثُمَّ أَبْلِ وَأَخْلِقْ ثُمَّ أَبْلِ وَأَخْلِقْ

মহিলা হলে বলবে,

أَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ ثُمَّ أَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ ثُمَّ أَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ

অর্থ : তুমি এ কাপড় পরো এবং পুরাতন করে ফেলো। তুমি এ কাপড় পরো এবং পুরাতন করে ফেলো। তুমি এ কাপড় পরো এবং পুরাতন করে ফেলো।

হাদিস : উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবনে সাঈদ রা. বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হলুদ বর্ণের জামা পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সান্না-সান্না। (রাবি) আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, হাবশি ভাষায় তা 'সুন্দর' অর্থ বোঝায়। উম্মে খালিদ রা. বলেন, অতঃপর আমি তাঁর মহরে নবুয়তের স্থান নিয়ে মজা করতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ছোট মেয়ে, তাকে করতে দাও। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, ...أبلي।[২]

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৪০২০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১২/৫৭৩; [সনদ সহিহ]।
[২] সহিহ বুখারি : ৩০৭১; সুনানে আবু দাউদ : ৪০২৪।

নতুন গোলাম বা চাকর পেলে যে দুআ করবে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاجْعَلْهُ طَوِيْلَ الْعُمْرِ كَثِيْرَ الرِّزْقِ

অর্থ : হে আল্লাহ, এতে বরকত দিন এবং এটিকে দীর্ঘ হায়াত দিন এবং এটিকে অধিক রিযিকময় (অর্থাৎ অধিক রিযিকের ওসিলা) করুন।

হাদিস : ইবনে মাসউদ রা. যখন কোনো গোলাম ক্রয় করতেন তখন বলতেন, اللهم بارك لنا فيه... ।[১]

নববিবাহিত স্ত্রী, নতুন জন্তু ও গোলামের জন্য যেভাবে দুআ করবে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ এবং এর মধ্যে যে কল্যাণ গচ্ছিত রাখা হয়েছে তা প্রার্থনা করি। আমি আপনার নিকট এর অনিষ্ট হতে এবং যে অনিষ্টসহ একে সৃষ্টি করা হয়েছে তা হতে আশ্রয় চাই।

হাদিস : আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ স্ত্রী, খাদিম অথবা আরোহণের পশু লাভ করে তখন সে যেন তার কপালে হাত রেখে বলে, اللهم إني أسألك... ।[২]

নতুন ইসলাম গ্রহণ করলে যে দুআ পড়বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহম করুন, আমাকে হেদায়েত দিন, আমাকে সুস্থ রাখুন এবং আমাকে রিযিক দিন।

---

[১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১৫/৪১৬।

[২] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯১৮; সুনানে কুবরা, নাসায়ি : ১০০২১; মুসতাদরাকে হাকিম : ২/১৮৫; আদ দুআ, তাবারানি, হাদিস-ক্রম : ১৩০৯; আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নি : ৬০০ [হাদিসটি হাসান] قال الحاكم هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي

হাদিস : কেউ নতুন ইসলাম গ্রহণ করলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নামায শিক্ষা দিতেন এরপর এই দুআর আদেশ করতেন : اللهم اغفر لي...।[১]

কোনো মুশরিক দুআ পড়ার পরামর্শ চাইলে তাকে যে দুআটি পড়তে বলা হবে

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ شَرَّ نَفْسِيْ، وَاعْزِمْ لِيْ عَلٰى أَرْشَدِ أَمْرِيْ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাকে আমার অন্তরের মন্দ ও অকল্যাণ থেকে বাঁচান এবং আমাকে সঠিক বিষয়ের ওপর পরিচালিত করুন।

হাদিস : এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ, আপনার কওমের জন্য আব্দুল মুত্তালিব আপনার চেয়ে ভালো। কেননা তিনি তাঁর কওমের লোকদের (উটের) কলিজা আর কুঁজ খাওয়াতেন; আর আপনি তাদের যবাই করেন। নবীজি তাকে যা বলার বললেন। যখন সে ফেরত যেতে চাইল তখন সে নবীজিকে বলল, আমি কী বলব? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি বলো, اللهم قني شر نفسي...।[২]

কাউকে গালি দিলে তার জন্য যেভাবে দুআ করবে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ، أَوْ شَتَمْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নিচ্ছি যা আপনি ভঙ্গ করবেন না। নিশ্চয় আমি মানুষ। সুতরাং যে মুমিনকেই আমি কষ্ট দিয়েছি, গালি দিয়েছি, বেত্রাঘাত করেছি, লানত করেছি এটিকে তার জন্যে দুআ এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় এবং কিয়ামতের দিন আপনার নৈকট্য অর্জনের বস্তু বানিয়ে দিন।

[১] সহিহ মুসলিম : ২৬৯৭।
[২] মুসনাদে আহমদ : ৩৩/১৯৭; সহিহ ইবনে হিব্বান : ৮৯৯ [হাদিসটি সহিহ]।

হাদিস : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, اللهم إني اتخذ...।[১]

যেভাবে কারো প্রশংসা বা পবিত্রতা বর্ণনা করবে

أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللهُ حَسِيْبُهُ، وَلَا أُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا

অর্থ : অমুককে আমি এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহই তার সম্পর্কে অধিক জানেন। আর আল্লাহর প্রতি সোর্পদ না করে আমি কারো সাফাই পেশ করি না। আমি তাকে এরূপ এরূপ মনে করি।

হাদিস : আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি তো তোমার সাথির গর্দান কেটে ফেললে, তুমি তো তোমার সাথির গর্দান কেটে ফেললে। তিনি এ কথা কয়েকবার বললেন, অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতেই চায় তাহলে তার বলা উচিত : أحسب فلانا والله حسيبه.. । তার সম্পর্কে ভালো কিছু জানা থাকলে বলবে, আমি তাকে এরূপ এরূপ মনে করি।[২]

কোনো কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হলে পড়বে

এক.

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

হাদিস : যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. থেকে বর্ণিত, একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বলতে লাগলেন, لا إله إلا الله । আরবের লোকদের সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ

[১] মুসনাদে আহমদ : ১৩/৫২০; সহিহ মুসলিম : ২৬০২।
[২] সহিহ বুখারি : ২৬৬২; সহিহ মুসলিম : ৩০০২।

খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে শাহাদাত অঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, যখন পাপকাজ অতিমাত্রায় বেড়ে যাবে।[১]

দুই.

سُبْحَانَ اللهِ

পরের হাদিস দ্রষ্টব্য

কোনো কিছুর কারণে আশ্চর্যান্বিত হলে পড়বে

এক.

سُبْحَانَ اللهِ

ক. আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমার সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ হলো, তখন আমি জুনুবি (অপবিত্র) ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, আমি তাঁর সাথে চললাম। এক স্থানে এসে তিনি বসে পড়লেন। তখন আমি বাসস্থানে এসে গোসল করলাম। আবার তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে বসা অবস্থায়ই পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা, কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে (ঘটনা) বললাম। তখন তিনি বললেন, سبحان الله। মুমিন অপবিত্র হয় না।[২]

খ. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, একদা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাত শেষে লোকজনের দিকে ঘুরে বসলেন এবং বললেন, এক লোক এক গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে এটির পিঠে চড়ে বসল এবং প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল, আমাদের এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমাদের তো চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকজন বলল, سبحان الله গরুও কথা বলে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[১] সহিহ বুখারি : ৩৩৪৬; সহিহ মুসলিম : ২৮৮৩।
[২] সহিহ বুখারি : ২৮৫; সহিহ মুসলিম : ৩৭৪।

বললেন, আমি, আবু বকর ও উমর তা বিশ্বাস করি। অথচ তখন আবু বকর ও উমর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আরেক রাখাল একদিন ছাগল পালের মাঝে অবস্থান করছিল, এমন সময় একটা চিতাবাঘ পালে ঢুকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছনে ধাওয়া করে ছাগলটি উদ্ধার করে নিল। তখন বাঘ বলল, তুমি ছাগলটি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে বটে তবে ঐদিন কে ছাগলকে রক্ষা করবে যেদিন হিংস্র জন্তু ওদের আক্রমণ করবে এবং আমি ব্যতীত তাদের অন্য কোনো রাখাল থাকবে না। লোকেরা বলল, سبحان الله চিতাবাঘ কথা বলে! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি এবং আবু বকর ও উমর তা বিশ্বাস করি; অথচ তাদের দুজনের কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।[১]

দুই.

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

হাদিস : আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক-তৃতীয়াংশ হবে। (আবু সাঈদ রা. বলেন) আমরা এ সংবাদ শুনে الله أكبر বলে তাকবির দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতির অর্ধেক হবে। এ কথা শুনে আমরা আবারও الله أكبر বলে তাকবির দিলাম। এরপর তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায় সংখ্যায় এমন হবে, যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি কালো পশম অথবা কালো ষাঁড়ের শরীরে কয়েকটি সাদা পশম।[২]

কেউ কারো জন্য ক্ষমার দুআ করলে তার জন্য যেভাবে দুআ করবে

وَلَكَ

হাদিস : আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস রা. বলেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] সহিহ বুখারি : ৩৪৭১; সহিহ মুসলিম : ২৩৯১।
[২] সহিহ বুখারি : ৩৩৪৮; সহিহ মুসলিম : ২২২।

ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম। এরপর তাঁর খাবার থেকে আমি খেলাম। এরপর বললাম, 'গাফারাল্লাহু লাকা ইয়া রাসুলাল্লাহ' (আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহর রাসুল)। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ولك (তোমার জন্যও)।[১]

কাউকে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে যা বলবে

لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা যেন তোমার ব্যবসায় কোনো লাভ প্রদান না করেন।

কাউকে মসজিদে হারানো মাল তালাশ করতে দেখলে যা বলবে

لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ

অর্থ : তোমার হারানো জিনিসকে যেন আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে না দেন।

হাদিস : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মসজিদের ভেতরে তোমরা কোনো লোককে বেচাকেনা করতে দেখলে বলবে, لا أربح الله تجارتك; আর মসজিদের মধ্যে তোমরা কোনো লোককে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিতে দেখলে বলবে, لا ردها الله।[২]

ঈদের দিন একে অপরকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

অর্থ : আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে এবং তোমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।

ক. যুবাইর ইবনে নুফাইর রহ. বলেন, সাহাবিগণ ঈদের দিনে পরস্পর সাক্ষাতের সময় একে অপরকে বলতেন, تقبل الله منا ومنكم।[৩]

---

[১] মুসনাদে আহমদ : ৩৪/৩৭৫; সুনানে কুবরা, নাসায়ি : ১০১৭৮ [হাদিসটির সনদ সহিহ]।

[২] সুনানে তিরমিযি : ১৩২১; সহিহ ইবনে হিব্বান : ১৬৫০ [হাদিসটি হাসান]

قَالَ الإمام الترمذي: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

[৩] আল মাহামিলিয়াত [ফাতহুল বারি : ২/৪৪৬, হাদিসটি হাসান]

حسن إسناده الحافظ في الفتح: ٢/٦٤٤

খ. মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ রহ. আবু উমামা বাহিলি রা. এবং অন্যান্য সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা ঈদের নামায থেকে ফিরে আসার সময় একে অপরকে বলতেন, تقبل الله منا ومنكم।[১]

কটুভাষা থেকে নিষ্কৃতি লাভের দুআ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

অর্থ : আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরজীবী, চিরস্থায়ী। আমি তাঁর কাছেই তাওবা করছি।

হাদিস : হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, পরিবারের লোকের সাথে আমার কটুভাষা ব্যবহারের অভ্যাস ছিল। আমি নবিজির কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে হুযায়ফা, তুমি ইসতেগফার করো না কেন? আমি তো দিনে শতবার ইসতেগফার করি।[২]

মোরগের আওয়াজ শুনলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি।

গাধা কিংবা কুকুরের আওয়াজ শুনলে পড়বে

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

এক. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে দুআ করো। কেননা এ মোরগ ফেরেশতাদের দেখেছে। আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।[৩]

[১] আল জাওহারুন নাকি : ৩/৩২২০ [সনদ নির্ভরযোগ্য] قال ابن التركماني: قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد

[২] মুসনাদে আহমদ : ৩৮/৩৬৫; সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩/২০৫; মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৫১০ [হাদিসের রাবিগণ নির্ভরযোগ্য]।

[৩] সহিহ বুখারি : ৩৩০৩; সহিহ মুসলিম : ২৭২৯; সুনানে আবু দাউদ : ৫১০২; সুনানে তিরমিযি : ৩৪৫৯।

দুই. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রাত্র নেমে এলে তোমরা কম বের হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু মাখলুক তখন ছড়িয়ে দেন। আর তোমরা রাতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক শুনতে পেলে "আউযুবিল্লাহ" বলবে। কেননা তারা (কুকুর ও গাধা) যা দেখতে পায় তোমরা তা দেখতে পাও না।[১]

শোকাতুর পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে বলবে

إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

অর্থ : আল্লাহরই অধিকার যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকার যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর নিকট সকল কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করো।

হাদিস : উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জনৈকা কন্যা (যায়নাব) তাঁর নিকট লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের নিকট আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাঁকে) সালাম দেবে এবং বলবে, إن لله ما أخذ... কাজেই সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং সওয়াবের অপেক্ষায় থাকে।[২]

মৌসুমের প্রথম ফল দেখলে যে দুআ পড়বে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাদের ফলমূলে আমাদেরকে বরকত দিন, আমাদের শহরে আমাদেরকে বরকত দিন এবং আমাদের দাঁড়িপাল্লায় আমাদেরকে বরকত দিন।

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৫১০৩; মুসনাদে আহমদ : ২২/১৮৭, ২৩/১৩০; সহিহ ইবনে হিব্বান : ১২/৩২৬; মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/৩৮৪ [হাদিসটি হাসান] قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم

[২] সহিহ বুখারি : ১২৮৪; সহিহ মুসলিম : ৯২৩।

হাদিস : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, সাহাবিগণ (তাদের বাগানে) সর্বপ্রথম পাকা ফল দেখলে তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে (হাদিয়াস্বরূপ) নিয়ে আসতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফলটি নিজ হাতে নিয়ে বলতেন, اللهم بارك لنا في ثمرنا... । বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি কোনো বালককে উপস্থিত দেখতে পেলে ফলটি তাকে দিয়ে দিতেন।[১]

নতুন চাঁদ দেখলে যে দুআ পড়বে

এক.

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

অর্থ : হে আল্লাহ, চাঁদটিকে আমাদের জন্য বরকতময় (নিরাপদ), ঈমান, নিরাপত্তা ও শান্তির বাহন করে উদিত করুন। হে নতুন চাঁদ, আল্লাহ তাআলা আমারও প্রভু, তোমারও প্রভু।

হাদিস : হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন বলতেন, اللهم أهله علينا... ।[২]

দুই. তিনবার বলবে الله أكبر এরপর তিনবার বলবে أمنت بالذي خلقك এরপর বলবে,

اَلْحَمْدُ للّٰهِ الَّذِيْ ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَكَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا وَكَذَا

অর্থ : আল্লাহর প্রশংসা, যিনি ঐ মাসকে নিয়ে গেছেন এবং এই মাসকে নিয়ে এসেছেন।

[১] সহিহ মুসলিম : ১৩৭৩; সুনানে তিরমিযি : ৩৪৫৪; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৩২৯।
[২] সুনানে তিরমিযি : ৩৪৫১; মুসনাদে আহমদ : ৩/১৭; মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/২৮৫। হাদিসটি হাসান। قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن।

তিন. এরপর তিনবার বলবে,

هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الشَّهْرِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ الْقَدَرِ

অর্থ : ইহা কল্যাণ এবং হেদায়েতের চাঁদ। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই মাসের কল্যাণ কামনা করছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই মাসের কল্যাণ এবং উত্তম তাকদিরের কামনা করছি।

ক. কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তিনবার বলতেন الله أكبر, এরপর তিনবার বলতেন هلال خير ورشد, এরপর তিনবার বলতেন أمنت بالذي خلقك, এরপর বলতেন الحمد لله الذي ذهب... ।[১]

খ. রাফে ইবনে খাদিজ রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চাঁদ দেখতেন তখন তিনবার বলতেন هلا خير ورشد..., এরপর তিনবার বলতেন اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر... ।[২]

চাঁদের দিকে তাকিয়ে যে দুআ পড়বে

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هذَا الْغَاسِقِ

অর্থ : আমি আল্লাহর কাছে এই অন্ধকারাচ্ছন্নের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

হাদিস : আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আয়েশা, আল্লাহ তাআলার নিকট এর ক্ষতি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা এটাই হলো গাসিক (অন্ধকার), যখন তা গাঢ় হয়।[৩]

---

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৫০৯২; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৭৩৫৩ [সনদ সহিহ] والإسناد مرسل صحيح

[২] আদ দুআ, তাবারানি, হাদিস-ক্রম : ৯০৮

قال الهيثمي في المجمع: ٢٠٢/٠١: إسناده حسن أقول: وفي الإسناد ليث ابن أبي سليم صدوق تغير ولكن للخبر شواهد والذي يبدو أن للخبر أصلا

[৩] তিরমিযি : ৩৩৬৬; মুসনাদে আহমদ : ৪০/৩৭৮; মুসতাদরাকে হাকিম : ২/৫৪১ [সহিহ]

قَالَ الإمام الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي